বং সৃজনী

Let Bong spread its Aura

প্রথমাংশ - ২০২১

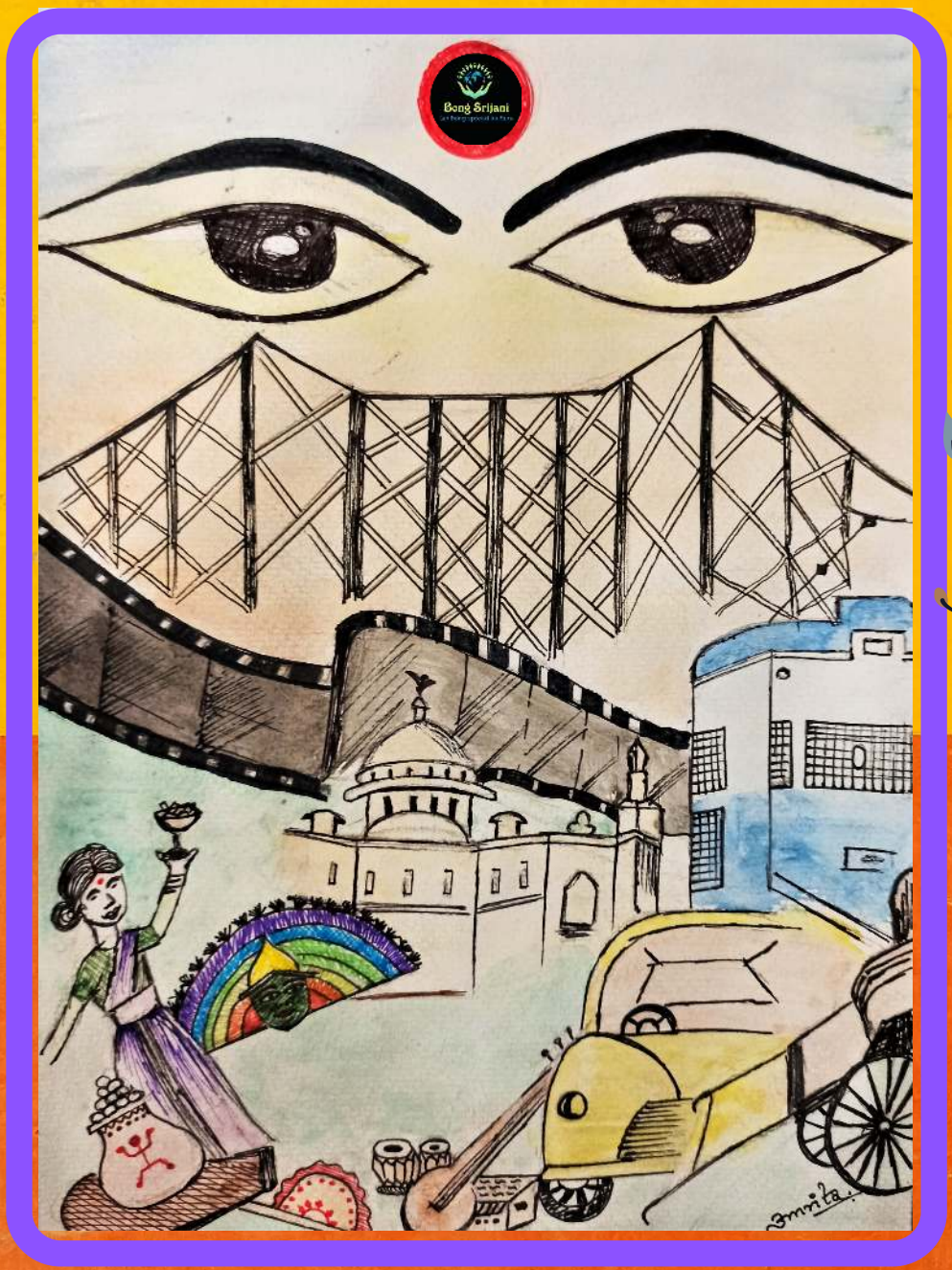

- পাশে থাকার বার্তা
- পাশে আছি সাথেও আছি
- কবির কল্পনা ... নাকি সত্য
- বিশ্বের দরবারে বাংলার সংস্কৃতি
- কচিকাঁচাদের হরেকরকম্বা
- ভ্রমণ পিপাসু বাঙালি
- তারার বচন
- ছবিবাবুর চোখ দিয়ে দেখা
- রসনার বাসনা
- জীবনের প্রতিচ্ছবি
- খেলার জগৎ

www.bongsrijani.com

ZIVAR EMPIRE OF JEWELS

GLOBAL LAUNCH APRIL 14,2021

Handcrafted Fashion Jewellery

SHOP ONLINE

zivarempireofjewels.com

FB : @zivarhandcraftedjewellery

introduction to

INDEPENDENT FILMMAKING

SPECIAL SUMMER WORKSHOP

TOGETHER, LET'S CREATE A FILM OF YOUR OWN!

an initiative by

conducted by

+32 466 22 81 59/+41 789 15 0960

IN THIS WORKSHOP...

YOU WILL LEARN THE BASICS OF

STORY BUILDING SCREENPLAY WRITING

SHOT DIVISIONS PRIMARY PRODUCTION POST PRODUCTION

and other aspects of filmmaking

AFTER THAT...

WE WILL HELP YOU TO MAKE YOUR OWN FILM!

WHICH WILL BE...

SUBMITTED IN RENOWNED FILM FESTIVALS

REVIEWED BY EMINENT FILMMAKERS FROM INDIA

SCREENED IN INDIAN COUNCIL OF CULTURAL RELATIONS

CERTIFIED BY THE ORGANIZING COMMITTEE

STARTING FROM

SATURDAY 3 JULY 2021

DURATION FREQUENCY

3 MONTHS WEEKLY

about

THUNDERMASK

12 FILMS PRODUCED AND RELEASED

FILMS SELECTED IN 70+ FESTIVALS

HONORED WITH 30 AWARDS

FOR FEES AND OTHER DETAILS, CONTACT: +32466228159 / +41789150960

সূচিপত্র

❖ সম্পাদকের কলম থেকে ২

❖ পাশে থাকার বার্তা ৩

❖ পাশে আছি সাথেও আছি ৪

❖ কবির কল্পনা ... নাকি সত্য

- জন্মদিন আর আমি ৫
- বেঁচে থাকার গান ৬
- হে বৈশাখ -লিপি হে নতুন ৬
- আমার গ্রাম ১৬
- বসন্তের প্রথম চিঠি ১৭
- চালাও পানসি মাঝদরিয়া ১৮

❖ বিশ্বের দরবারে বাংলার সংস্কৃতি

- সমকালীন নৃত্যশৈলী এবং ভারতে তার প্রত্যাবর্তন ৭
- ফ্রান্সএর প্রেক্ষাপটে বাঙালি ভাস্কর ৯

❖ কচিকাঁচাদের হরেকরকম্বা ১১

❖ ভ্রমণ পিপাসু বাঙালি

- পশ্চিমবঙ্গ পর্যটনের সামগ্রিক চালচিত্রে নেটপ্যাল ট্রাভেল ১৪
- লেক ব্লেড ১৫

❖ তারার বচন ১৯

❖ ছবিবাবুর চোখ দিয়ে দেখা ২১

❖ রসনার বাসনা

- রসনা-রস-রূপকথা ২২
- শুক্তনি ২৪
- ঢপের চপ ২৫

❖ জীবনের প্রতিচ্ছবি

- ছোট বেলার কথা ২৬
- সেরে ওঠো পৃথিবী ২৮
- উত্তরণ ৩০
- বিশ্ব শান্তি দুত ৩২

❖ খেলার জগৎ ৩৩

সম্পাদকের কলম থেকে

ডঃ তানিয়া চক্রবর্তী, দুর্গাপুর

কোভিড অতিমারীতে পর্যুদস্ত মানবজীবন। প্রতিদিনের মৃত্যুমিছিল আমাদের কাছে এক তীব্র 'চ্যালেঞ্জ' ছুঁড়ে দিয়েছে! তবু রোগ, শোক, দুঃখ, জরা, মারী, সব ছাপিয়ে জীবন অন্তহীন। আমরা বাঁচি, আগামীর স্বপ্ন দেখি, ভালোবাসি, নতুন সৃষ্টির আনন্দে ডুবে যাই। এই সৃষ্টির আনন্দ উদযাপনের উৎসবে সামিল 'বং সৃজনী'। বাঙালীর রোজনামচার হালহকিকত, তার সৃজনশীলতা, বেড়ানোর নেশা, রান্নাবান্না, ছবি আঁকা, শব্দ দিয়ে ইমারত বানানো, সবটাই খুঁজে খুঁজে রংবাহারী এক ইকেবানা সাজিয়েছে 'বং সৃজনী' পত্রিকা। এখানে খুদে শিল্পীদের তাক্ লাগানো হাতের কাজের পাশাপাশি আছে মাটির কাছাকাছি থাকা কিছু অসাধারণ প্রান্তিক মানুষের গল্প; আছে এ প্রজন্মের চোখ দিয়ে ইতিহাসকে দেখার এক অন্য আঙ্গিক; আছে দীর্ঘমেয়াদি প্রবাসজীবনে নিজের সংস্কৃতিকে বিশ্বদরবারে প্রকাশের আর্তি! সব মিলিয়ে 'বং-সৃজনী' পত্রিকা নিছকই এক পত্রিকা নয়, বলা ভালো, এটি কিছু মানুষের আবেগের আয়না! দেশের বাইরে বসে যেসব বাঙালী নিজের মনের মধ্যে এক টুকরো 'দেশ' বানিয়ে নস্টালজিয়ায় নাক ডুবিয়ে নিজেদের অস্তিত্বের মৌতাত উপভোগ করেন, 'বং সৃজনী' পত্রিকা তাদের কাছে এক টুকরো খোলা আকাশ। এই আকাশের মেঘের রং রঙীন, বৃষ্টির ফোঁটা হাজার স্মৃতির অনু পরমানু মেশা! যখন তখন এ আকাশে রামধনুর রংমশাল!

যেকোন সৃষ্টিশীল কাজ নিজের মত করে অনন্য। তাই গড়পরতা ভালো মন্দের হিসেবের ঊর্দ্ধে এই পত্রিকার প্রতিটি সৃষ্টি। তবুও ভালোর কোন শেষ নেই। তাই আমাদের যাত্রাপথে আপনাদের শুভেচ্ছা ও মতামত আমাদের পাথেয়।

সায়নী দে, বেলজিয়াম

"মনের গহীনে জমেছে, কতই ভাবনা রকমারি,
ভাবনার সমাবেশ সাজানো কাজ, বেশ ঝকমারি।
রসে বশে বাঙালি হেথায় , বং সৃজনীর প্রতি পাতায়
উজার করেছে শিল্প - রয়েছে বিশেষ চমকপ্রদ কবিতা থেকে গল্প।"

মনে ও প্রানে খাঁটি বাঙালি আমি বিশ্বাস করি আমাদের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে অজস্র অনুপ্রেরণা। সুযোগ ও সঠিক উপযোগিতায় সৃষ্টি হবে হয়তো নতুন সৃজনী।

বং-সৃজনী নিয়ে এসেছে সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ , তাও আবার খাস বাংলায় , এলোমেলো ভাবনার সম্ভার সাজিয়ে হাজির বং-সৃজনীর দরবার , তবে শুধু ভাবনা নয় , দেশ বিদেশের সকল প্রান্ত থেকে কেউ ধরেছে কলম তো কারো হাতে তুলি। বং সৃজনী আপ্লুত এত সুন্দর শিল্পীদের সান্নিধ্যে। ভাবনার লক্ ডাউন হয়না এবং তাই তো বং সৃজনীর উদ্দেশ্য শিল্পীদের লুক্কায়িত ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটুক বারবার।

পাশে থাকার বার্তা

মিতা চক্রবর্তী, কলকাতা

মাননীয় সুধীবৃন্দ, বংসৃজনীর শুভ যাত্রা প্রারম্ভের প্রেক্ষাপটে সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা পূর্বক ভালবাসা। বংসৃজনীর কর্ণধার দের জন্য রইল উৎসাহ ভরা শুভেচ্ছা। বাংলার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা প্রভৃতির ধরোহর কে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সামনে উপস্থাপিত করতে বংসৃজনী উদ্যোগী হয়েছে। এই প্রচেষ্টা সফল করবার জন্য যারা কর্মযজ্ঞে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন, তাদের সকলকেও অনেক অভিনন্দন।

বংসৃজনীর সাফল্য কামনা করে বিশিষ্ট গুণীজন ও ব্যক্তিত্বরা শুভেচ্ছা তথা আশীর্বাদ বাণী পাঠিয়েছেন। যেমন : স্বনামধন্য রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী শ্রীযুক্ত মনোময় ভট্টাচার্য, উদীয়মান প্রতিভাশালী চলচ্চিত্র কলাকার কুমারী সুরঙ্গনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ই.সি.সি.র ডাইরেক্টর শ্রীমান গৌতম দে, জয়েন্ট কমিশনার পুলিশ, শ্রীমান সুজয় চন্দ (ই.পি.স), প্যারিসের স্বনামধন্যা কত্থকনৃত্য শিল্পী শ্রীমতী শর্মিলা শর্মা, বাচিক শিল্পী এবং অভিনেত্রী শ্রীমতী মধুমিতা বসু, অধ্যাপিকা শ্রীমতী শক্তি রায়চৌধুরী।

বংসৃজনীর পক্ষ থেকে এনাদের সবাই কে জানাই কৃতজ্ঞতা। ওনাদের উৎসাহ বর্ধনকারী বার্তা বংসৃজনীকে লক্ষ্যে পৌঁছতে ভরপুর প্রেরণা দেবে। প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,শ্রোতা তথা দর্শকবৃন্দ, সকলেই বংসৃজনীর মূল্যবান সম্পদ। সবার গঠনমূলক সহযোগিতা বংসৃজনীর চলার পথ সমৃদ্ধ করবে।

বংসৃজনীকে তার শুভ উদ্দেশ্যে সফল হওয়ার প্রার্থনা করি।

মনোময় ভট্টাচার্য

সুজয় চন্দ

গৌতম দে

মধুমিতা বসু

সুরঙ্গনা বন্দ্যোপাধ্যায়

শক্তি রায়চৌধুরী

শর্মিলা শর্মা

অরিত্রা গাঙ্গুলি, জার্মানি

বাংলা আর বাঙালী মানেই প্রতিভা, আর সেই প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর আরও এক প্রচেষ্টা হতে পারে কলমের মাধ্যমেই| বিশেষ করে প্রবাসে বসবাসকারী বাঙালীরা ,যারা রোজকার বাংলা লেখা কিংবা বিনোদনের পত্রিকা পড়া থেকে বঞ্চিত, এবার তাদের জন্যই নতুনত্ব নিয়ে এল 'বং সৃজনী' মাসিক পত্রিকা| থাকছে বাংলার বিনোদন থেকে সঙ্গীত,শিল্প থেকে বৈচিত্র্য, হস্তশিল্প থেকে পর্যটন, বস্ত্র থেকে বিপণী, প্রসাধন থেকে সৌন্দর্য্য, আমার- আপনার মন ভাল করতে হাতে কলম ধরছেন প্রবাসী প্রতিভাময় মানুষ থেকে বিভিন্ন নামীদামী মানুষরাও| বিদেশের জীবনযাপন নিয়েও থাকছে বিভিন্ন তথ্য এবং ভ্রমণমূলক বিষয়| রোজকার জীবনে খাওয়াদাওয়া, তাও আবার কব্জি ডুবিয়ে, বাঙালীর জুড়ি মেলা ভার| তাই থাকছে রসনাতৃপ্তির হরেক আয়োজন, লেখার মাধ্যমেই| হাল ফ্যাশানের হাল হকিকত জানাবে 'বং সৃজনী'| বিদেশের মাটিতে বসে দেশীয় সংস্কৃতি ধরে রাখতেই এই অসামান্য উদ্যোগকে সাধুবাদও জানিয়েছেন বহু মানুষ| বাঙালীর বিভিন্ন বিষয়ে শিল্পচর্চা বহুল চর্চিত বিষয়, তা সকলেরই জানা| বিদেশের মাটিতে বিভিন্ন নামীদামী-গুণীশিল্পীদের নিয়েও নতুনভাবে বঙ্গ সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছে "বং সৃজনী"|

পাশে আছি... সাথেও আছি

শবরী মিত্র, বেলজিয়াম

বাংলা আর বাঙালিকে ভালোবেসে বং সৃজনীর পথ চলা শুরু, সুদূর ইউরোপ থেকে। দুচোখ ভরে দিবা স্বপ্ন দেখি বাঙালি আবার বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠ জাতির মর্যাদা পাবে। স্বপ্ন পূরণের দিকে পা বাড়ানো হয়েছে অনেক কর্মকাণ্ড মাথায় রেখে। চলার শুরুতেই অনেক মানী গুণী মানুষদের সাথে পেয়েছি।

আমরা ধন্যবাদ জানাই স্বনামধন্য গীতিকার ও সঙ্গীতকার অনুপম রায় কে যিনি ওনার পাশে থেকে Corona-র সঙ্গে যুদ্ধে মানুষের জন্য কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। বাংলার সৃজনীর সাথে সাথে আমরা বাঙালি ও দেশের মানুষের সার্বিক সুস্থতা ও উন্নতি কামনা করি।

বিশ্ব আজ এক অন্য পরিস্থিতিতে | চারিদিকে হাহাকার | হাসিখুশি ভাব পরিণত হয়েছে কান্না- দুঃখ - কষ্টে| হাত থেকে ফসকে বেরিয়ে যাচ্ছে আপনজনদের হাত।
বেঁচে থাকার এবং বাঁচিয়ে রাখার আগ্রহ কে রক্ষা করার চেষ্টায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে মানুষ |
পরিস্থিতি কখনোই সমস্যা নয়, সমস্যা তখন যখন পরিস্থিতি থেকে যুঝবার উপায় পাওয়া যায় না|
শ্রী অনুপম রায় সহ বাংলার আরো অনেক চেনা মুখ এগিয়ে এসেছেন এই পরিস্থিতির সাথে মোকাবিলার জন্য, আর বং সৃজনী ওনাদের পাশে এই কাজে সহযোগিতার জন্য রয়েছে|

অমৃতা রায়, সুইজারল্যান্ড

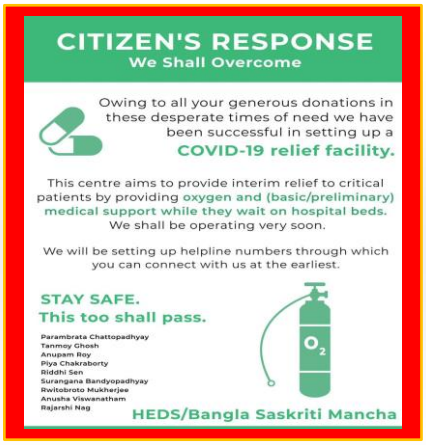

শ্রী অনুপম রায় covid পরিস্থিতি তে বাংলার মানুষের পাশে দাঁড়াবার আহ্বান জানিয়েছেন বং সৃজনী কে|

বাংলার প্রতিটা মানুষের কাছে ও বিশ্বের প্রতিটা বাঙালির কাছে অনুরোধ রইলো, যতটা সম্ভব আর যে কোনো রূপে সম্ভব সাহায্যের হাত বাড়ান এই corona রুপি অশুভ শক্তির বিরুধ্যে লড়াই করার জন্য | যে কোনো ধরণের সাহায্য কে বং সৃজনী সর্ব সমক্ষে স্বীকৃতি দেবে. সাহায্যকারী কে বং সৃজনীর সদস্য হিসেবে ও গণ্য করা হবে.
বং সৃজনীর সাথে এই কাজে যুক্ত আছে Belgium registered non profit সংস্থা , Beyond My Boundary আর শ্রী অনুপম রায় উল্যেখিত সংস্থা HEDS/ Bangla Sanskriti Mancha.

Details of the organisation for NRI donation:
Beyond My Boundary
(registration number: 0727919870)
De keyserlei 58-60,
2018 Antwerpen, Belgium.
www.beyondmyboundary.com
Bank Account number:
BE62736058791461

Details of the organisation for donation from India:
HEDS
State Bank of India, Camac St branch (Current Account)
A/C no. 55048979332
IFSC SBIN0050271
[All donations to HEDS are exempt from Income Tax under section 80G of the IT (Exemption) Act]

জন্মদিন আর আমি

বৃন্দারিকা বোস, সুইজারল্যান্ড

ইনি বৃন্দারিকা বোস, স্বামী এবং দুই ছেলের সঙ্গে বহুবছর যাবৎ সুইজারল্যান্ড নিবাসী। একটি আন্তর্জাতিক সমিতিতে পাবলিকেশন ম্যানেজার হিসাবে গত ১২ বছর ধরে কাজ করছেন, তিনি মাইগ্রোস ক্লুবসুলে একটি আর্ট শিক্ষিকা হিসাবে খণ্ডকালীন কাজ করেন এবং ব্যক্তিগতভাবে মাসিক আর্ট ক্লাস / ওয়ার্কশপ পরিচালনা করেন। তিনি বোস ক্রিয়েটিভ পাবলিশার্সের স্বত্বাধিকারী।

এই বারটা উইক্এন্ডে পড়ল ,

দিনটা মেঘলা হলেও,মনটা বেশ ঝলমলে ।

‘জন্মদিন’একগাল হেসে বলল, ‘এই যে ম্যাডাম! হ্যাপি বার্থডে'!

বললাম দুটো স্মাইলি টেনে, ‘থ্যাঙ্ক ইউ , থ্যাঙ্ক ইউ |

বলল, ‘কি ব্যাপার ,কার অপেক্ষা’?

বললাম ,'কারুরনা, দেখো কত মেসেজে গ্রীটিং'!

বলল, ‘তাহলে কেক কই? বন্ধুরা কই '?

বললাম, ‘ঐটাই তো কিনতে যাব '

‘বন্ধুরা, ওই সবাই অনলাইন্ ' ।

‘সত্যিকারে কেউ আসে নাকি '?

‘আমার কেক এও, একটাই ক্যান্ডেল ',‘ফুঁ দেব আর হেসে সেলফি নেব'?

জন্মদিন মিচকে হেসে বলল,‘তাহলে মুখটা ওমন গোমড়া কেন'?

‘এখনো সেই অপেক্ষা’? ‘এখনো ভালোবাসার অভিমান '?

‘বুড়ি হয়েও ছুরি থেকে গেলি যে '-

বললাম, 'থামো তো ! বুড়ি আমি নই '!

‘সাদা চুল হলেও, মনটা এখনো কচি ' ।

জন্মদিন এবার ‘হো হো ' করে হাসলো -

বলল, ‘হ্যাপি বার্থডে ,ভালো থাকিস ' ।

জন্মদিন কে সোয়াইপ করে দিলাম ,

মোবাইলটা এবার পাশে রাখলাম।

আর সিট বেল্টটা টাইট করলাম,

ভাবলাম বহুদিন গাড়িটা চালাই নি.....

যাই , একটা ড্রাইভ দিয়ে আসি ।

তেল ভরা ,আধ পুরনো ঝকঝকে সাদা গাড়ি

গেরাজে পড়ে ধুলো খাচ্ছে খালি ।

ফিট-ফাট আমি , ফিট-ফাট ফিয়াট গাড়ী

চাবি ঘোরালাম, তিনবার হি সাহি !?

ট্যাঙ্কি ফুল ,ব্যাটারি কেন যে গুল !

বয়স হয়েছে বুঝলাম, বটে ,

আমারও , গাড়ির ও।

মোবাইল্ টা আবার নড়ে উঠলো

জন্মদিন আবার মিচকে হাসলো,

‘কেক আর সেলফিটা হবে তো '?

জয়তী মুখোপাধ্যায়, বীরভূম

জন্ম বীরভূম জেলার অজয় নদের বাঁকে ইলামবাজারে। রাঙামাটি ঘেঁষে কাটানো শৈশব অকাতর ছাপ ফেলেছে কলমে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষিবিদ্যায় স্নাতক, তারপর বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর। বর্তমানে শিক্ষকতা পেশায় নিযুক্ত। সাহিত্যের পরিমন্ডলে বেড়ে ওঠা তাঁকে ঋদ্ধ করেছে। কবিতা দিয়ে শুরু। আঞ্চলিক ভাষায় কবিতা লিখতে পছন্দ করেন। তবে ছোটগল্প হল সর্বাধিক ভাল লাগার ক্ষেত্র। তাঁর বহু ছোটগল্পে মেঠোপথের ধুলোর সুস্পষ্ট ছাপ দেখা যায়। লেখালেখি মূলত ফেসবুকে। এছাড়া বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে ছোটগল্প ও কবিতা।

বেঁচে থাকার গান

এর চেয়ে আরও ছিল কঠিন সময়ও,
কতবার মৃত্যুকে পাঞ্জায় লড়ে
ফিরে যেতে বলেছি তো মহামারী শেষে
সে সকলই লেখা আছে শিলার আকরে।

যতবার বইয়েছে বহ্নি দু' চোখে
স্রোতধারা হতে চেয়ে ছুটে আসে বায়ু;
খুঁটে খুঁটে কুড়িয়ে আঁচলে ভরে রাখি
আমাদের চিরজীবী এক ফোঁটা আয়ু।

আমাদের বেঁচে থাকা স্বতঃস্ফূরণে
বেঁচে নেওয়া ঘন তিমিরান্ধ সময়ে;
ভীষণ দ্রোহের কালে, ভাঙাচোরা মনে
বেয়েছি জীবনতরী ঝঞ্ঝা-প্রলয়ে।

আমাদের দেখা হোক সে কালান্তরে
দেখা হোক বিমোহিত অক্ষয় পলে,
জানি দেখা হবে পারাপার পথ ধরে
ঊষালগন কিরণে মনোসহস্রদলে।

হে বৈশাখ -লিপি হে নতুন

বাসি পলাশের গন্ধে সূর্যের চোখ রাঙানি
ঝরাপাতার পতন স্থল এ এখনও বৃষ্টির অপেক্ষা ;

যারা নতুন সবুজে আনন্দ-

বিহ্বল তারাও জানে সামনের সময় কত দুঃসহ;

তবুও কোকিলের কলতান এ কাঁচা আমের সুগন্ধ

তোমাকে ভালবাসতে শেখায়।

হে বৈশাখ লিপি, হে নতুন একটিবার

সন্ধ্যার স্থলবায়ু তে গোধূলি এনে দাও;

একটিবার ঘুমহীন চাঁদরাতে রাত্রি জাগরন হোক;

বৃষ্টির স্বপ্ন- দেখা চাতকের ঠোঁটে

একটিবার মেঘ জমুক নতুন খাতায় সিঁদুরের

প্রতিচ্ছবি আরও গভীর হোক;

আমরাও ভালবাসতে শিখি

প্রখর রুদ্র তাপে ঋতুচক্রের ক্যানভাসে।

শ্যামাপ্রসাদ লাহা, পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া
কবি ও গল্পকার
শিক্ষা: MA(ইংরেজি),B.ed
কবিতা প্রকাশিত হয়: দেশ, কথাসাহিত্য, উদ্বোধন, উদ্ভাস, কবিমন, অথধরিত্রী কথা, নির্ণয়, প্রভৃতি।
পুরস্কার ও সম্মাননা: সেরা ইংরেজি অনুবাদক সম্মান (দেব সাহিত্য কুটির), বিদ্যাসাগর সম্মান (সহযাত্রী পাবলিকেশন), আবৃত্তি- লোককবি সম্মান।

তনুশ্রী শঙ্কর, ভারত

সমকালীন নৃত্যশৈলী এবং ভারতে তার প্রত্যাবর্তন

সমকালীন নৃত্যশিল্পীরা অসাধারণ নৃত্য ভঙ্গিমায় মন ও শরীরের এক মাধ্যম তৈরী করার চেষ্টা করে । এই নৃত্যশৈলী নিজস্য কোরিওগ্রাফিতেও ভীষন ব্যাখ্যামূলক এবং প্রায়শই আবেগ এবং গল্পের সংযোগ করে।

উদয় শঙ্কর ভারতে সমসাময়িক নৃত্যের পথিকৃৎ ছিলেন। তিনি অভিনব একটি ভারতীয় নৃত্য শৈলী তৈরীর জন্য পরিচিত যা তিনি ১৯২০ দশকের প্রথম দিকে খ্যাতিমান ব্যালেরিনা এনা পাভলোভার সহযোগিতায় অভিনয়ও করেছিলেন । ১৯৩০ এর দশকে তার অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তিনি পশ্চিম ভারতেও তার অভিনব শৈলীর জন্য বিখ্যাত এবং এরকম প্রথম ভারতীয় হয়ে ওঠেন ।

উদয় শঙ্কর নৃত্য শৈলী সর্বত্র আবেদনসহ উৎস এবং চেতনায় অত্যাধুনিক এবং উপস্থাপনায়ও আধুনিক , এটি মূলত উদ্ভাবনী এবং তাই জন্যই ভারতের অন্যান্য ধ্রুপদী এবং ঐতিহ্যবাহী নৃত্যের থেকে বৈচিত্র্যপূর্ণ ।

উদয় শঙ্কর এর পুত্র আনন্দশঙ্কর ছিলেন অগ্রণী বিশ্বসঙ্গীত স্রষ্টা এবং পুত্রবধূ তনুশ্রী শঙ্কর উদয় শঙ্কর নৃত্যশৈলীর প্রচলনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং উদশঙ্কর এর সঙ্গীত এবং অন্যান্য সুরকার-সঙ্গীত পরিবেশনায় তার একটি নৃত্য ট্রুপও তৈরি করেছিলেন । আনন্দ শঙ্কর এর মৃত্যুর পর তনুশ্রী শঙ্কর এই উত্তরাধিকারের প্রধান আলোকবর্তিকা হয়ে ওঠেন, তিনি তনুশ্রী শঙ্কর নৃত্য সংস্থা (টিএসভিসি) এর মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা সহ গোটা ভারত এবং অন্যান্য ৪০ টি দেশ জুড়ে পরিবেশনার মাধ্যমে এখনো সেই দায়িত্ব পালন করে চলেছেন ।

তনুশ্রী শঙ্করকে ২০১১ সালে ক্রিয়েটিভ এবং পরীক্ষামূলক নৃত্যের অবদানের জন্য সঙ্গীত নাটক একাডেমি পুরস্কার সম্মানে ভূষিত করা হয় । তিনি উদয়শঙ্কর নৃত্যশৈলী সংরক্ষণ এবং তা প্রচারের জন্য তার পুরো জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং তার জন্য তার কন্যা শ্রীনন্দা শঙ্কর যিনি নিজেও একাধারে একজন খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রী তিনি ও সহায়তা করেছেন ।

তনুশ্রী শঙ্কর এই অনন্য নৃত্যশৈলী কে জনপ্রিয় করেছেন যা সর্বত্র অত্যন্ত সম্মানিত । এই নৃত্য শৈলীর জনপ্রিয় কিছু সৃষ্টি গুলো হল “uddharan” (কারো আত্মার উত্থান) , “chirantan” (চিরন্তন),“the child” (কবিগুরুর একমাত্র ইংরেজী কবিতা থেকে প্রভাবিত) , “ we the living “(সুফি কবি অবলম্বনে জেলালুদ্দিন রুমির কবিতা মনুষ্য ওমানুষ শিরোনাম) বিপুলভাবে হৃদয়গ্রাহী হয়েছে ও নিদর্শন তৈরি করেছে ভারত ও বিদেশেও। প্রখ্যাত ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা সঞ্জয় লীলা ভানসালি তার প্রথম ফরাসি অপেরা “পদ্মাবতীর” জন্য সেরা কোরিওগ্রাফার হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন তনুশ্রী শংকর কে যা প্যারিসে প্রিমিয়ার হয়েছিল, তনুশ্রী শংকর ট্রুপ এর সদস্যরাও অংশ নিয়েছিল এই প্রযোজনায়।

তনুশ্রী শংকর এই অভিনব নৃত্যশৈলী গোটা বিশ্বের সকলের জন্য ২০২০ সালের জুলাই থেকে অনলাইন কর্মশালা মাধ্যমেও অব্যাহত রেখেছেন । স্বল্প সৌভাগ্যবান অংশগ্রহণকারীরা তার সাথে কথোপকথনের সুযোগ পেয়েছে এবং এতে জনপ্রিয়তা বিপুলভাবে বাড়ছে প্রতিদিন এবং গোটা বিশ্বের থেকে সকলেই অনুরোধ করছে এই সুযোগের জন্য। তার সাবলীল নৃত্য ভঙ্গিমা এবং অভিনব নৃত্যশৈলী এক জাদু মন্ত্রের মতো জনপ্রিয়তা লাভ করেছে । তার কর্মশালা শিক্ষার্থীদের অনুরোধে আমরা বর্তমানে আন্তর্জাতিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নিয়মিত অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা করেছি।

তনুশ্রী শংকর উদয় শংকর নৃত্যশৈলীর ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন শুধু তাই নয় তিনি শেখানোর দায়িত্ব সুনিপুণভাবে পালন করেছেন এবং সেই দক্ষতার ছাত্রছাত্রীদেরমধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের আকাঙ্ক্ষাকে বহুগুন বাড়িয়ে দিয়েছে। বর্তমানে কর্মশালা অব্যাহত রয়েছে এবং অংশগ্রহণে আগ্রহীরা যোগাযোগ করতে পারেন প্রদত্ত এই নম্বরে @ **9830051115**
অন্যথায় ইমেইল মাধ্যমেও যোগাযোগ সম্ভব
shankartanusree@gmail.com

ফ্রান্সএর প্রেক্ষাপটে বাঙালি ভাস্কর

দেবেশ গোস্বামী একজন প্যারিসভিত্তিক ভিসুয়াল শিল্পী রেনস্ ২ বিশ্ববিদ্যালয় (ফ্রান্স) ডক্টরেট শেষ করার আগেই তিনি কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশোনা করেছিলেন। তার পরে তিনি প্যারিসের রেন্সের ২(ফ্রান্স) কলেজ অফ আর্টস রেনস্ ,প্যারিস এ শিক্ষকতা করেছিলেন এবং তিনি অসংখ্য একক এবং প্রদর্শনীতে জাদুঘর এবং আন্তর্জাতিক শিল্প মেলা পাশাপাশি অনেক সম্মেলন এবং কর্মশালা গুলিতে অংশ নিয়েছিলেন। ১৯৯৫ সালে তিনি " দা ফ্রেন্চ গভার্নমেন্ট স্কলারশিপ ফর দ্যা ইয়ং আর্টিস্ট " এবং ১৯৯৬ সালে ভিজিটিং ফেলোশিপ, ন্যাশনাল একাডেমি অফ ফাইন আর্টস সরকারি বৃত্তি পেয়েছিলেন।
তার কাজের জন্য DRAC-Brittany ২০০০ (ফরাসি সংস্কৃতি মন্ত্র) এবং "টেবলস এট স্যাভেওরস ডে ব্রেটাগনে" থেকে পুরস্কৃত করা হয়। তিনি বিভিন্ন দেশে অনেক শিল্পী আবাসে যেমন " cité internationale des Art" Paris (ফ্রান্স), Art Omi International artist residency নিউইয়র্ক, (ইউ এস এ) এর জন্য , Rotterdam (হল্যান্ড) , NAF Poznan, Poland ইত্যাদিতে অংশ নিয়েছেন। বিশ্বজুড়ে সরকারি এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহ গুলিতে তার ভাস্কর্য প্রদর্শিত হয়েছে।

তার কাজের জন্য DRAC-Brittany ২০০০ (ফরাসি সংস্কৃতি মন্ত্র) এবং "টেবলস এট স্যাভেওরস ডে ব্রেটাগনে" থেকে পুরস্কৃত করা হয়। তিনি বিভিন্ন দেশে অনেক শিল্পী আবাসে যেমন " cité internationale des Art" Paris (ফ্রান্স), Art Omi International artist residency নিউইয়র্ক, (ইউ এস এ) এর জন্য , Rotterdam (হল্যান্ড) , NAF Poznan, Poland ইত্যাদিতে অংশ নিয়েছেন। বিশ্বজুড়ে সরকারি এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহ গুলিতে তার ভাস্কর্য প্রদর্শিত হয়েছে।

নিম্নোক্ত বর্ননা শিল্পীর নিজ ভাষায় অনুবাদ করা হল-

প্রায় দুই দশক ধরে আমার কাজকর্মের কেন্দ্রবিন্দু হল ভাস্কর্য আকারে পুনরায় সংশোধন করা ।
আমি ফুল এবং মূর্তিসহ একটি ভাস্কর্য নির্মাণ করতে চাই (৩০০×৫০০) যা বিশ্বের ভঙ্গুরতা প্রতিফলিত করে এবং ফুল যেখানে আশার প্রতীক বা জীবনের উৎস কে প্রতিফলিত করে ।

ফুলটির একটি প্রতীকী অর্থ রয়েছে , উদাহরণ স্বরূপ এটি "স্বাধীনতা" হতে পারে বা "প্রতিরোধ" বা "পরিবেশগত চিন্তা ভাবনা" - এটি প্রাকৃতিক চিত্রের একটি নিদর্শন ও বলা যেতে পারে।
আমার ভাস্কর্য শিরোনাম "বসন্ত" , ২০২১ ।
আমার প্রস্তাবিত কাজটি বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায় ঘটে , যেখানে আমি সার্বজনীন দিকগুলি তে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করি, সম্ভাবনার বহুগুন প্রদর্শন করার সময় , এবং কিভাবে স্থান ,কাল এবং পাত্র অসীম জটিলতায় প্রকাশিত হয়, সেই কাজ যা ভিত্তিতে একটি সৃজনশীল প্রক্রিয়া চালিত করে যা একাধারে সংবেদনশীল এবং অপরপক্ষে যৌক্তিক ।২০০৩ সাল থেকে আমি সিরিজটিতে ফুল দিয়ে কাজ শুরু করেছি ("fragile flowers" Paris ২০০৩ , "I am what I am"- Calcutta India ২০১০ "I am what I am" Vienna Austria - ২০১৪ "Read it Seen it" Berlin in early spring >> Berlin Germany ২০১৮ "I am what I am" Park Montsouris in Paris France ২০১৭ ইত্যাদি....) ভাস্কর্যগুলি বিশ্বের বিভিন্ন শহরে উপস্থাপনা করা হয়েছে।

আমার কাজের মাধ্যমে আমি দর্শকদের সামনে বিষয়টির সংবেদনশীলতা এবং একই সাথে রাজনৈতিক ও সামাজিক এবং ঐতিহাসিক তথ্যগুলী উপস্থাপন

আমি যখন কোন মুর্তি কে ফুল দিয়ে আবৃত করার জন্য বেছে নিই , তখন এটি প্রাথমিক ভাবে যা উপস্থাপিত হয়েছিল ,সে বিষয়ে নতুন দৃষ্টি তৈরি করার চেষ্টা করি , বিষয়টিতে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আনি তবে মূল উপস্থাপনা অপরিবর্তিত থাকে তবে এটি আংশিকভাবে অনুপস্থিত ।

ভিয়েনা , ২০১৪ , " I Am What I Am" এর ভাস্কর্যটিতে একটি করুবকে নিজের বাহুতে নিজের তুলনায় বড় ক্রস বহন করানো দেখানো হয়েছে । চিত্রটিতে আবৃত ফুলগুলি সমসাময়িক সমাজ এবং খ্রিস্টান থেকে পুরুষদের বর্তমান দূরত্ব এবং দাতব্য ধারণার সাথে সম্পর্কিত পশ্চিমা ইতিহাসের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রচলিত ধারণাকে সমর্থন করে । এই ধারণাকে প্রশ্ন করা হয়েছে কারন যদি কেউ এই চিন্তা-ভাবনার পক্ষে মতামত পছন্দ করেন তবে অন্যরা বরং সবার মুক্তি এবং সাম্যের প্রচার করে ।

প্রকৃতপক্ষে "I am what I am",এর আশেপাশে আমার স্থাপনা গুলির মধ্য দিয়ে আমি সেই দূরবর্তী পরিচয় গুলি নিয়ে প্রশ্ন করি যা আমাদের বিশ্বসংস্কৃতির দরবারে আমাদের স্থান গড়ে তুলেছে । কিভাবে ঐতিহ্যবাহী সীমানা ছাড়িয়ে একক ভাবে কেবল এক সময় নয় একক সংস্কৃতিতেও? আমার কাছে প্রতীয়মান হয় যে বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে যে পরিবর্তনগুলো আমাকে পরিবেষ্টিত করে প্রতিটি প্রস্তাবিত জীবনযাত্রার মধ্যে একটি আধ্যাত্মিকতার দিকে যায় অন্যটি বস্তুগত দিকে আমার শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সমৃদ্ধ করে। এই কারণে আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গি এবং কাজের উপায় এর প্রস্তাব দিয়েছিলাম যা " redistributes -(পুনরায় বিতরণ) যেমন Jean-Marc Poinshot ফলাও করেন -" বহিঃপ্রকাশের সবচেয়ে বিচিত্র ধরনের কাজ গুলি সমস্ত সমস্ত সংস্কৃতি এবং সর্বকালের সম্মিলিত" । আমার কার্যভঙ্গির দ্বারা এতে অন্তর্ভুক্ত কোন মূর্তি থেকে মূল বিষয়বস্তুটিকে সরিয়ে ফেলা উদাহরণস্বরূপ ফুলের আবরণকে আমি লোকেদের একই সর্বনামের আড়ালে থাকা "আমি" এর পার্থক্য গুলি উপলব্দি করানোর চেষ্টা করি।

বসন্ত" ২০২১, কংক্রিট ভাস্কর্য, ধাতু, কাঠ, কৃত্রিম ফুলপরিধি - ৩০০cmx - ৪০০cmx ৩০০cm জিউজিয়াম আর্ট সেন্টার, রিগা লাতভিয়া।

*এটি ইউনেস্কোর একটি ঐতিহ্যবাহী স্থান রিগা ঐতিহাসিক কিনারায় ।

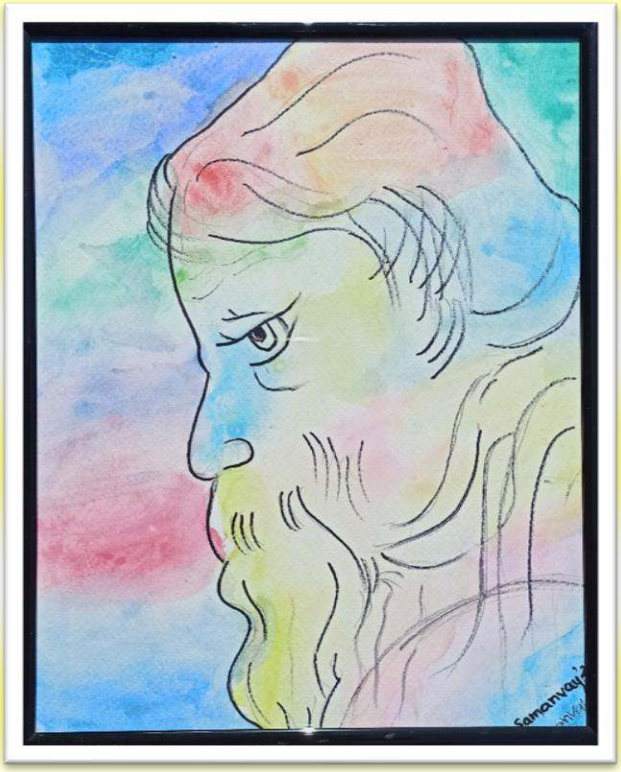

সমন্বয় রায়, বয়স ৮, সুইজারল্যান্ড

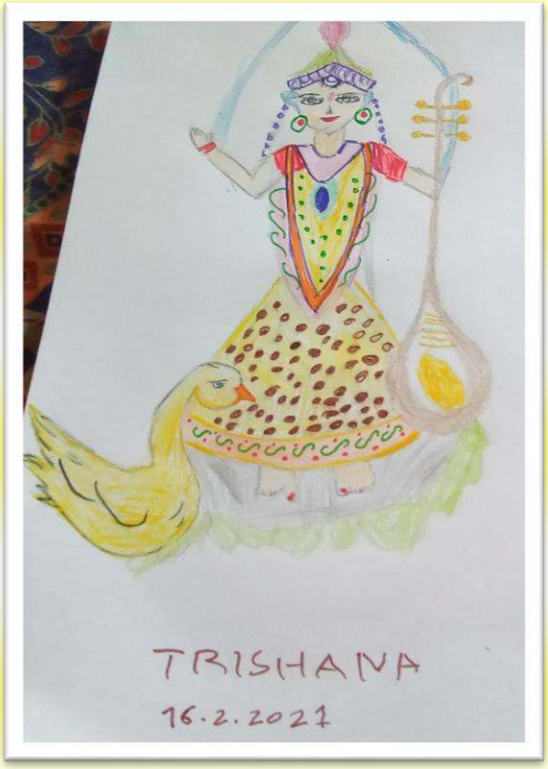

তৃষানা গাঙ্গুলী, বয়স ৬, জার্মানি

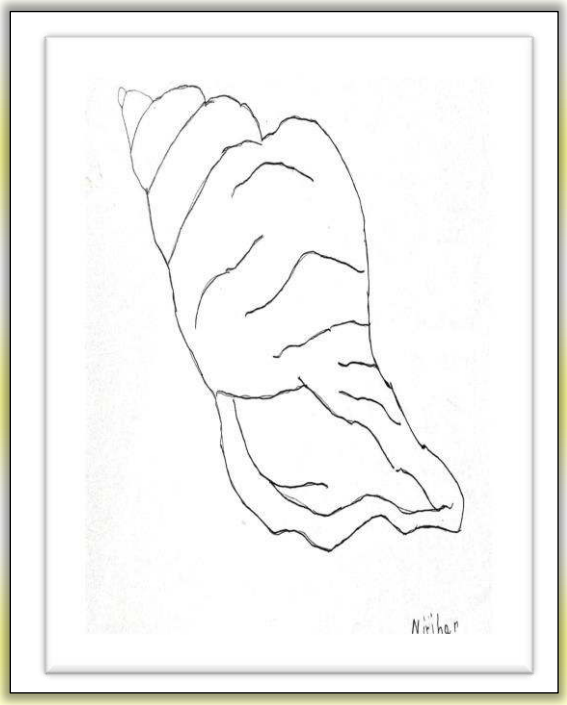

নির্ঝর ভট্টাচার্য, বয়স ৬, ইন্ডিয়া

তৃষা পাল, বয়স ৬, সুইজারল্যান্ড

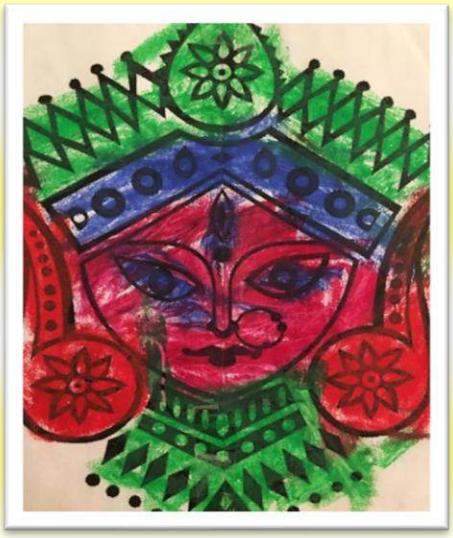

সৌর্যানি রায় চৌধুরী , বয়স ৪ , জার্মানি

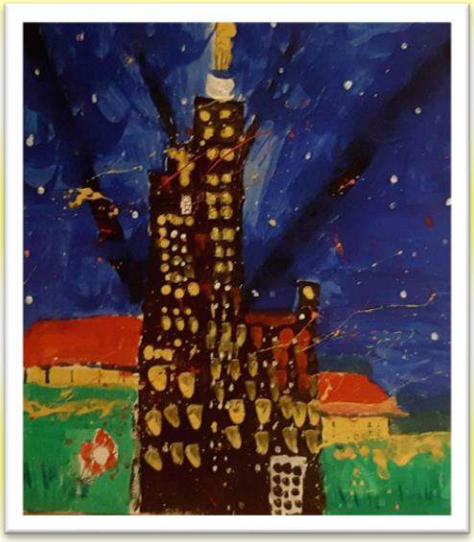

জিত বোস , বয়স ৮ , সুইজারল্যান্ড

আদ্ভূত বোস , বয়স ১৩ , সুইজারল্যান্ড

আদৃতা সান্যাল , বয়স ৭ , সুইজারল্যান্ড

অর্চিসা রায় , বয়স ৬ , সুইজারল্যান্ড

বাঙালির মিষ্টি

শরণ্য রায়চৌধুরী , বয়স ১১, জার্মানি

কলকাতা, পশ্চিম বঙ্গের রাজধানী শহর, যেখানে প্রায় সব অলিতে গলিতে একটা করে মিষ্টির দোকান দেখা যায় । কেন যায়? কারণ প্রত্যেক বাঙালি মিষ্টি খেতে ভালোবাসে । মিষ্টি দই থেকে নতুন গুড়ের রসগোল্লা, জলভরা সন্দেশ থেকে লেডিকেনি,জিলিপি থেকে কালো জাম প্রায় সব মিষ্টির দোকানে পাওয়া যায় । অনেক মিষ্টির দোকানেই সকাল বেলায় গরম গরম লুচি ছোলার ডাল বা আলুর দম পাওয়া যায় আর সন্ধ্যে বেলায় গরম গরম ফুলকপির শিঙাড়া ভাজে । শীত- কালে ভালো নতুন গুড়ের রসগোল্লা, জয়নগরের মোয়া, কড়া পাকের জলভরা সন্দেশ তৈরী হয় । মিষ্টি আবিষ্কার অথবা মিষ্টির নাম নিয়ে অনেক মজার গল্প আছে । যেমন লেডিকেনি নাম টা লেডি ক্যানিং এর থেকে এসেছে । উনি একটা নতুন মিষ্টি খেতে চেয়েছিলেন, একজন মোদক এই মিষ্টি টা বানিয়ে ওনাকে খাইয়েছিল । উনি খুব খুশি হয়েছিলেন বলে মিষ্টি টার নাম হয় লেডিকেনি ।

বাঙালির একটা প্রিয় মিষ্টি রসগোল্লা, যেটা নবীন চন্দ্র দাস প্রথম বানিয়ে ছিলেন । ওড়িশাতেও রসগোল্লা খুব বিখ্যাত আর কে আগে প্রথম রসগোল্লা বানিয়েছিলো তাই নিয়ে তর্ক বিতর্ক হতো । এখন কলকাতা আর ওড়িশা দুই জায়গার রসগোল্লা আলাদা ভাবে বিখ্যাত । সন্দেশও বাঙালির খুব প্রিয় মিষ্টি । নকুড়, ভীমনাগ, বলরাম মল্লিক, পুঁটিরাম এই সব দোকানের সন্দেশ খুব নামকরা । এখন আরো নতুন নতুন মিষ্টি বানানো হয় যেমন বেকড রসগোল্লা, চকোলেট রসগোল্লা যেগুলো খেতে খুব ভালো হয় ।

|| যদি কেউ ভালো মিষ্টি খেতে চাও, তবে কলকাতার একটা মিষ্টির দোকানে যাও ||

"পশ্চিমবঙ্গ পর্যটনের সামগ্রিক চালচিত্রে নেটপ্যাল ট্রাভেল"

সুস্মিতা ঘোষ

শুধুমাত্র ভারতবর্ষ নয়, সারা বিশ্বের পর্যটনক্ষেত্রেই গন্তব্যরূপে পশ্চিমবঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরে শৈলনিবাস দার্জিলিং কে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে থাকা একাধিক ছবির মত জনপদ, ডুয়ার্সের চোখ জুড়িয়ে দেওয়া সবুজের বিস্তার, অথবা দক্ষিণে দিঘা,মন্দারমণি, তালসারির সমুদ্রতটের হাতছানি- পর্যটনস্থলের অভাব নেই এ রাজ্যে। দক্ষিণ-পূর্বে সুন্দরবনে দক্ষিণরায়ের রাজত্বে ঘুরতে আসা অথবা পশ্চিমে গনগনির নদীখাত, পুরুলিয়ার ছৌ-নাচ, গড়পঞ্চকোটের গড়- বাংলার রূপকে কাছ থেকে দেখলে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয় বার বার। এই রাজ্যের রাজধানী কলকাতা এখনো রাজ্যের তথা সারাদেশের সংস্কৃতি-চর্চার অন্যতম পীঠস্থান। এখানে অবশ্যই হেঁটে দেখতে হবে কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়া, যা বিশ্বের বৃহত্তম সেকেন্ড-হ্যান্ড বইয়ের বাজার, বা ময়দান- যা কলকাতার ফুসফুস, এবং ফুটবল-ক্রিকেট সহ নানা খেলা চর্চার জায়গা। বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজার সময় এই শহর আবার আলোকসজ্জা আর প্যান্ডেলে সেজে ওঠে নতুন করে। বাঙালির প্রাণের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে চিনতে হলে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি থেকে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী- এই রাজ্যে গন্তব্যের অভাব নেই, সাথে বাউল গান আর সোনাঝুরির হাট উপরি-পাওনা।

এই রাজ্যের অসংখ্য পর্যটনস্থলের মধ্যে থেকে পছন্দের গন্তব্য খুঁজে নিতে অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে নেটপ্যাল ট্রাভেল। এটি একটি অনলাইন পর্যটন ম্যাগাজিন, যার শিকড় পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু বিস্তৃতি আমেরিকা সহ সারা বিশ্ব জুড়েই। এর পাঠককুল ও যথেষ্ট বৈচিত্রপূর্ণ। একজন সাধারণ পর্যটক ঘুরতে যাওয়ার জন্য তাঁর পরবর্তী গন্তব্য খুঁজে নিতে পারেন এখানে। একই সাথে, পর্যটন-ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যবসায়ী, এজেন্টরাও তাঁদের ব্যবসা সংক্রান্ত নানা তথ্য পান এখানেই। পর্যটন বিশেষজ্ঞদের সুচিন্তিত মতামত, ইন্টারভিউ, তথ্য ও গ্রাফ-নির্ভর নানা প্রতিবেদন সামগ্রিক ভাবে ভ্রমণ শিল্পের চিত্রকে তুলে ধরতে সক্ষম হয় নেটপ্যাল ট্রাভেলের পাতায়। এর পাঠকরা দুদিক দিয়ে উপকৃত হতে পারেন - প্রথমতঃ, এখানে রাজ্য ও সারা বিশ্বের পর্যটনস্থল নিয়ে তথ্যবহুল প্রতিবেদন তুলে ধরা হয়। অপরদিকে, এখানে এই শিল্পের সাথে যুক্ত লোকজন তাঁদের সাথে সম্পর্কিত নানা তথ্য, পরিষেবা সম্পর্কে জানতে পারেন এবং তা জনসমক্ষে উপস্থাপনাও করতে পারেন।

লেক ব্লেড - একটি স্লোভেনিয়ান রূপকথা

সোমা বিশ্বাস, সুইজারল্যান্ড

এখনও পর্যন্ত আমাদের দেখা অন্যান্য মনোরম জায়গাগুলির মধ্যে এই হ্রদের মাঝে দ্বীপের গীর্জা সত্যি রূপকথার মতো অনভূতি দেয় ।

হ্রদের চারপাশে সম্পূর্ণ ঘুরে আসতে প্রায় হাঁটা পথ এক ঘন্টা সময় লাগে এবং অবশ্যই এটি দারুন অনুভুতির মধ্যে অন্যতম । হ্রদের চারপাশে হোটেল রয়েছে যার বেশিরভাগই দুর্গের সুন্দর দৃশ্যে ভরপুর ।Ljubljana থেকে ৪০ মিনিট মতো গাড়িপথে এই ব্লেড হ্রদ , সুতরাং এই হ্রদে দৈনিক ভ্রমণ ও সম্ভব , তবে কমপক্ষে একদিন থাকার চেষ্টা করলে এই অপূর্ব রূপকথার অনুভূতি সত্যি হতে বাধ্য ।

আর ব্লেড দ্বীপে পৌঁছানোর জন্য নীচের তীরে রাখা সুন্দর সুসজ্জিত করা নৌকা নিতে হবে ।

অবশেষে , হ্রদ টির চারপাশে হেঁটে এমন একটি জায়গায় পৌঁছানো যায় যা ব্লেড দুর্গ পর্যন্ত যাত্রা শুরু করার প্রথম স্থান । এরপর শীর্ষে নৌকা করে দ্বীপে যাওয়া যায় ,আর সেখানে ২-৩ ঘন্টা থাকা যেতে পারে এবং আবার সেই নৌকা করে ফিরে আসা যায় ।

অবশেষে , হ্রদ টির চারপাশে হেঁটে এমন একটি জায়গায় পৌঁছানো যায় যা ব্লেড দুর্গ পর্যন্ত যাত্রা শুরু করার প্রথম স্থান । এরপর শীর্ষে রয়েছে একটি রেস্তোরা এবং সেখানে পুরস্কার স্বরূপ পাওয়া যাবে দুর্গের কিছু দুর্লভ এবং দুর্দান্ত প্যানোওরামিক দৃশ্য ।

বিজয়কৃষ্ণ রায়

আমার গ্রাম

মছলন্দপুর নিবাসী। ১৯৫৩ সন এ জন্ম এবং পেশায় একসময় সরকারি চাকুরীজীবি ছিলেন। ছড়া/কবিতা লেখা ওনার নেশা বলা যেতে পারে। ইং ১৯৯২ সাল থেকে সবুজ-অবুঝ শিশু-কিশোরদের জন্য রচিত অসংখ্য অল্প-মধুর ছড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা যেমন দৈনিক ওভারল্যাণ্ড,সোনার বাংলা,বর্তমান,যুগান্তর,প্রতিদিন,গণশক্তি,বঙ্গলোক এবং মাসিক শুকতারা,সন্দেশ,কিশোর ভারতী,তথ্যকেন্দ্র পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের 'প্রাত্যহিকী' বিভাগে প্রেরিত বহু চিঠি নিয়মিত পাঠ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে 'রিম ঝিম','টক্কা ফক্কা' ও 'ইষ্টিকুটুম' নামেতিনখানা ছড়ার বই প্রকাশিত হয়েছে।

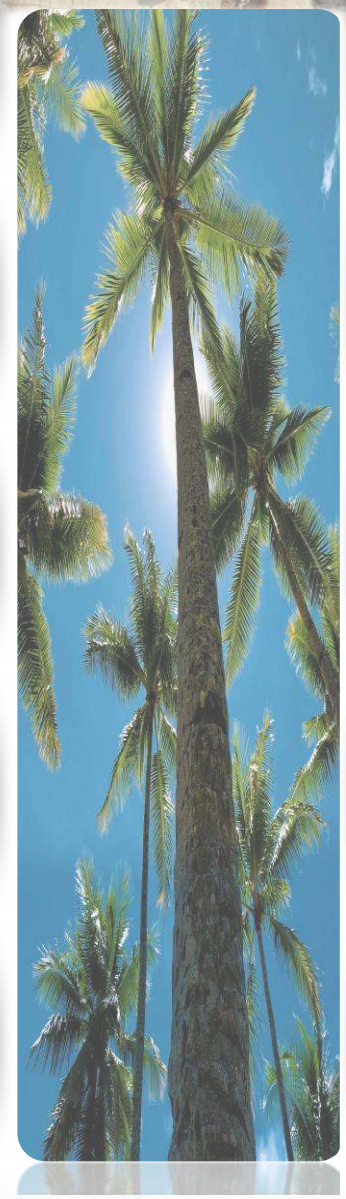

আমার গ্রামের পাশ দিয়ে ওই ছোট্ট সোনাই নদী
তিরতিরিয়ে আপন বেগে বইছে নিরবধি।
এই নদীরই একটি পাড়ে আমার ছোট্ট গ্রাম
এই গ্রামেই জন্ম আমার চিতাড়ু যার নাম।
শান্ত নদীর মিষ্টি জলে ভাসিয়ে কলার ভেলা
বিকেল বেলা ছিপটা ফেলে মাছ ধরেছি মেলা।
খৈ-রঙা হাঁস সাঁতার কেটে বেড়ায় নদীর জলে
পানকৌড়ি ডুব দিয়ে যায় জলের অতল তলে।
পাগল মাঝি গান গেয়ে ওই যাচ্ছে নৌকো বেয়ে
মাছরাঙাটা বেজায় খুশি মাছটি গালে পেয়ে।
কাঁচা রাস্তায় গোরুর গাড়ি চলছে হেলে দুলে
খেজুর রসের মিষ্টি স্বাদ যাইনি আজও ভুলে।
টোকা মাথায় লাঙ্গল কাঁধে যায় যে কৃষক মাঠে
পল্লী বধূ জল আনতে যাচ্ছে নদীর ঘাটে।
ঢেঁকিতে পাড় দিয়েছি কত মা-কাকিমার সাথে
ঠাকুমা এসে দিয়েছে এলে নিজের নিপুণ হাতে।
ঢেঁকিতে ছাঁটা চালের ভাত স্বাদটা বড়ো মিঠে
আরও মিঠে লাগতো আমার মায়ের হাতের পিঠে।
মধুজা ওই দাঁড়িয়ে আছে সর্ষে ক্ষেতের ধারে
মৌমাছিরা ফুলের মধু খাচ্ছে চুপিসারে।
সাঁঝের পিদিম জ্বালায় বধূ ঘোমটা মাথায় দিয়ে
রাখাল যত ফিরছে ঘরে গোরু-বাছুর নিয়ে।
আঁধার হলেই ঝিঁ ঝিঁ পোকার মধুর ডাক শুনি
নিঝুম রাতে ঘুমের মাঝে স্বপ্নের জাল বুনি।
শৈশবটা কাটলো আমার গাঁয়ের মাটি মেখে
সে সব স্মৃতি মানসপটে ধরেই রেখেছি এঁকে।
আমার গ্রাম আমার কাছে সুখের স্বর্গপুরী
আনমনা এ মনটি আজও যায় যে সেথায় চুরি।

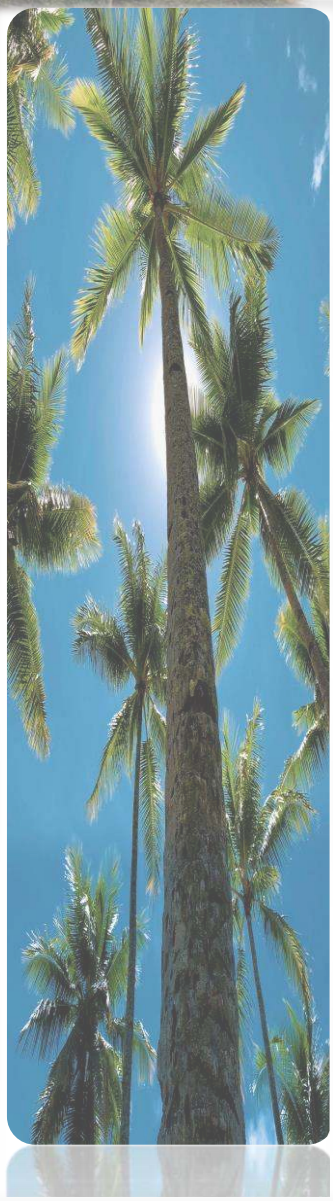

বসন্তের প্রথম চিঠি

শুভ্রদীপা ভট্টাচার্য, হল্যান্ডে

শ্রীমতী শুভ্রদীপা ভত্যাচার্য বড় হয়েছেন কলকাতা তে, তারপর ২০০৬ সালে হল্যান্ডে পাড়ি জমান এবং তার পর থেকে তিনি সেখানে তার স্বামী ও একটি কন্যার সাথে বসবাস করছেন। তিনি হিন্দুস্থানী ধ্রুপদী সংগীতের অনুগামী এবং ছাত্রী । সংগীত ব্যতীত চিত্রাঙ্কন এবং লেখালেখী ও তার জীবনের সমানভাবে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

তোমাকে লেখা বসন্তের প্রথম চিঠি আমার;
পড়ন্ত বিকেলের মায়াবী আলো গায়ে মেখে মনশ্চক্ষে দেখছি,
বসন্তের নবীন ছোঁয়ায়,
তোমার পলাশের গায়ে লেগেছে রক্তিম আভা!
এখানেও আজ পথের বাঁকে অচেনা আমন্ত্রণ পেলাম আমি।
শুকনো পাতার বর্ণহীন আবরণ তাচ্ছিল্যে সরিয়ে,
অঙ্কুরিত নতুন জীবনের আমন্ত্রণ!
প্রকৃতির জঠরে সযত্নে প্রতিপালিত ভ্রূণের ভূমিষ্ঠ হবার বার্তা,
আজ আমি বাতাসের নন্দিত বুকে কান পেতে শুনেছি।
পরাজিত হিমেল সকালগুলো,
অভিমান কুড়িয়ে মিশে যাচ্ছে উষ্ণতার আলিঙ্গনে।
তোমার শিমূল আর পলাশের ডালে মুকুলিত নবজীবন;
কোকিল সেখানে নির্দ্বিধায় গানের পসরা সাজায়,
তোমার ছাদে বোধহয় এখন নরম রোদে গা সেঁকছে শীতের পশম,
বিদায়বেলার করুণ সুরে, তার ঘরে ফেরার ডাক এসেছে,
আমার ঘাসে এখনো শিশিরের সিক্ততা।
বাতাসে এখনো হিমশীতল হাতছানি।
তবুও মাটির অনুষ্ণ বুক জুড়ে শুরু নবোদ্গমের,
ড্যাফোডিল, ক্রোকাস, টিউলিপ
প্রকৃতির শূণ্য ক্যানভাসে বিন্দু বিন্দু রঙের সমারোহ।
বসন্ত তো আসে ফি বছর, আনে নবীন প্রতিশ্রুতি,
কিন্তু তোমাকে দেওয়া আমার পুরোনো প্রতিশ্রুতিটার কি হবে?
কলম হাতে তাই তোমাকে এই চিঠি লিখতে বসলাম।
তোমার আমার দূরত্বের যোজন অপরিমেয়;
কিন্তু বসন্তের রঙে যতটা তুমি রঞ্জিত, ততটাই তো আমিও,
তাই পলাশবর্ণে লিখলাম, তোমাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির হরফ।
তুলির আঁচড়ে আঁকলাম,
আমাদের না হওয়া গল্পের ছবি,
আমাদের না হওয়া সাক্ষাতের বর্ণাঢ্য প্রতিবিম্ব,
চিঠির শেষে তোমার জন্য পাঠালাম একমুঠো রঙ,
তোমার অমসৃণ গালের ছোঁয়ায়, যদি সে জীবনের স্বাদ পায়,
তবে আমায় তার স্পর্শ পাঠিও!
তোমার চিঠির অপেক্ষায়,
একটি শূণ্য ক্যানভাস আর একটি অপরিপূর্ণ মন।

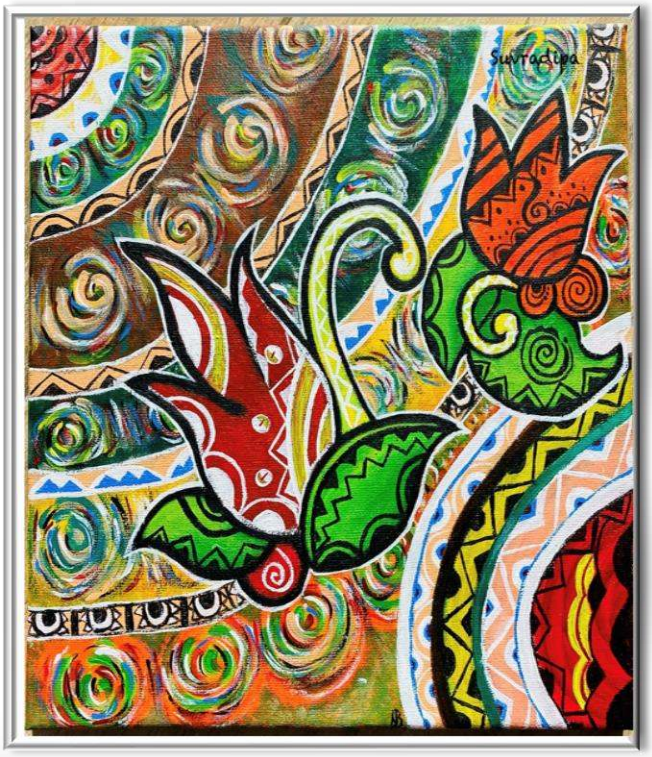

চালাও পানসি মাঝদরিয়া

গৌতম রায়চৌধুরী

তিন দশকের মার্কিন মুলুকবাসী; প্রেমে-অপ্রেমে অকৃত্তিম বাঙালী। পেশায় প্রতিষ্ঠিত তথ্য-পরিসংখ্যানবিদ। তবে বলেন, এখনও জানেন না কি করতে চান এ জীবনে। পছন্দের বিষয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণ। প্রিয় গানের প্রথম কলি –'..মানব জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলত সোনা "।

যে ভাবে এলে ঠিক নয় তা
আমার প্রস্তুতি দরকার ছিল
চিঠি লেখেনা কেউ আজ
ভাসাভাসা সমাচার ভেসে
আসে আজ দেশে।

এভাবে আসতে নেই
বজ্রপাত অতীব প্রয়োজনীয়
লক্ষণরেখা টানা
সিঁথিতে সিন্দুরও তাই

প্রয়োজন দামাল হাওয়া
নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে
মাঠে মাঠে বনে বনে
সেই কথা ঘোরে ফেরে জানান দিয়ে।

কি কথা? ভুলেছো আজ ?
চড়ায় শুয়ে শুধু না দেখা ঢেউ গোনা
বোঝোনা মাটি ফেটে ঢেলা হয়
গাছের ডাল থেকে তির
হরিনের অন্ত্রে ছিলা জানোনা ?

তবু জঙ্গল ডাকে ও ধানুকী
টিলা থেকে দেখি
ডাকলেই হল? ইয়ার্কি নাকি ?

চলে আসি যদি
নদী ফেলে এ শহরে
টিলা থেকে নেমে
বনে আগুন জ্বালিয়ে
যদি আসি
এই গাঙে ফের যদি ভাসি
নেবেনা কেউ
না মাছ না মাছরাঙা
তবু আকুলতায় পানসি ভাসে।

আসে সে না জানিয়ে
স্তব্ধ কূয়ার জল
তার প্রতিচ্ছবি ,চাঁদেরও
ধরে নাও এই ছবিতেই
দিলাম ফেরৎ সব ঋণ
ধারকরা টাকা আর যা ছিল বাকি।

অতঃপর এক ফুঁয়ে নিভিয়ে বাতি
পানসি ভাসে জ্যোৎস্নায় একাকী।

উৎপল ফকির, পশ্চিম বঙ্গ

অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় উৎপল ফকির

বহুদিন থেকেই উৎপল ফকির বাউল এবং ফকিরের আধ্যাত্মিক আত্মার সন্ধানে ছিলেন। এই সময়ে তিনি বাউল সাধনার উপর ভিত্তি করে তিনটি কবিতা বই লিখেছিলেন। বেহালা এবং বাঁশির মতো উপকরণগুলি তিনি সেনিয়া ঘরানার কাছ থেকে শিখেছিলেন। একই সাথে তিনি বাউল এবং ফকিরদের সাথে তাদের গান শিখতে এবং সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন। তিনি তাদের সাধনা অর্জনের জন্য দীর্ঘ সময় তাদের সাথে আখরায় ছিলেন। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন। তিনি সেরা পারফর্মারের জন্য 'গ্লোবাল মিউজিক অ্যাওয়ার্ডস 2018' (দুবাই) অর্জন করেছেন।

এছাড়াও তিনি "আকাশবাণী" এবং অন্যান্য রেডিও এবং দূরদর্শন স্টেশনগুলিতে কাজ করেছেন।

বই উৎপল ফকির লিখিত:

জড়িয়ে আছি ধুলোটমূলে (১৯৯৪)

আইচ্ছা খ্যাপার আয়নামহল (২০০৪)

দিব্য পাগলার একতারা (২০১৪)

এমন গুণী মানুষের কাছে বং সৃজনী বাউল জীবনের কিছু তথ্য জেনে নিতে চাইলো।

**প্র:* আপনি নিজে বাউল হতে চাইলেন কেন?*

উ: ছোটবেলায় ঠাকুরদা, ঠাকুমা কে দেখেছি কপালে তিলক আঁকতে, রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ পূজা করতে, অর্থাৎ তারা ছিলেন বৈষ্ণব মতের, তাদের কুলগুরু ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই বাড়িতে ভক্তিভাবের পরিবেশ ছিল। পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকেই আধ্যাত্মিক ভারতের হিমালয়ের বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণ এবং সাধুসঙ্গ করতে থাকি। কিন্তু বৈদান্তিক দর্শন আমাকে আকর্ষণ করতে পারেনি। ঈশ্বরের জন্য একাকী সাধনা আমার ভালো লাগেনি। এমন সময় একদিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাউল সনাতন বাউল গান গাইতে আসেন। ওখানে তিনি মানুষ তত্ত্বের গান করেন, আমার ভাবধারার সাথে ওনার গানের মিল খুজে পাই। বাউল ভাবধারার প্রতি আকর্ষিত হই। কেন্দুল, সোনামুখী, সমুদ্রগড়, আরো নানা বাউল মেলা এবং সনাতন গোঁসাই প্রমূখ বাউলদের আখড়ায় আখড়ায় গিয়ে বাউল ফকিরদের সঙ্গ করি। বাউলদের গান এবং যাপনে খুঁজে পাই আমার পথ। কিন্তু বাউল হবো কখনো ভাবি নি। বাউল হওয়ার এই কাহিনী। বাউল হওয়ার কথা তো ছিল না, তবু মহাকালের খেলায় বাউল হয়ে গেলাম।

**প্র:* বাউল কিসের খোঁজে বেড়ায়?*

উ: এই প্রশ্নের উত্তরে একটা গান বলবো:

আমি কোথায় পাবো তারে
আমার মনের মানুষ যে রে,
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দ্যিশে
দেশ বিদেশে বেড়ায় ঘুরে।

**প্র:* বাউল তত্ত্ব কোথায় অন্যান্য ধর্মীয় তত্ত্বের কে আলাদা?*

উ: বাউল সাধনা গুহ্য ও গোপন। নিজস্ব ঘরের গুরু-শিষ্য পরম্পরায় বাউল গোপন রাখে তার সাধনার কথা। গুরু গোঁসাইরা তার শিষ্য ছাড়া গোপন সাধনার কথা অন্য কাউকে বলেননা। শিক্ষা দীক্ষা না নিলে বাউল ঘরের কথা জানা যায় না। সাধনার গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়। সাধন তত্ত্বের অনেক কথাই সান্ধ্য ভজনে লেখা হয়েছে। এছাড়া বাউল গুরুরা তত্ত্বকথা শুধুমাত্র গানের মাধ্যমে বলে গেছেন। গুরুর কাছে না গিয়ে আন্দাজে এই বাউল তত্ত্ব জানা, এখানেই এখানেই বাউল অন্যান্য ধর্মীয় তত্ত্বের চেয়ে আলাদা।

**প্র:* আজকের যুগে বাউল এর প্রাসঙ্গিকতা কোথায়?*

উ: "আত্মানং সিদ্ধি" - নিজেকে জানলে পরমকে জানা যায়। মানুষ চিরকাল "আত্ম" কে সন্ধান করে এসেছে। এই সন্ধান চিরন্তন। বাউলও এই মনের মানুষের সন্ধান এর কথা বলে। তাই এই সময়েও বাউল তত্ত্ব প্রাসঙ্গিক।

**প্র:* এখন বাউলদের পরিস্থিতি কেমন?*

উ: সাধক বাউল এখন লুপ্তপ্রায়। শিল্পী বাউলরাই গানের ধারাকে বয়ে নিয়ে চলেছেন। প্রকৃত সাধক বাউলদের গান এখন আর শোনা যায় না। গভীর নির্জন পথে হেটে চলা আত্মমগ্ন বাউল এই সময়ে বিরল। তবে এখন শিল্পী বাউলদের আর্থিক অবস্থা বেশ ভালো। মাধুকরী করে এখন বাউলকে চলতে হয় না। ইউটিউব ফেসবুক ইত্যাদি ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং টেলিভিশনে শিল্পী বাউলেরা অনুষ্ঠান করেন। শহরের জলসা থেকেও অনেকে ডাক পান। বিদেশের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন, তবে বাউল সাধনা ধারা এখন বিলুপ্তির পথে। আগামীদিনে হয়তো শুধুমাত্র বাউলের গানই বেঁচে থাকবে।

ছবিবাবুর চোখ দিয়ে দেখা

আমার এক টুকরো কলকাতা

যখনই দেশে যাই একটুখানি কলকাতা নিজের সাথে নিয়ে আসি| তার থেকে কিছুটা সবার সাথে শেয়ার করলাম

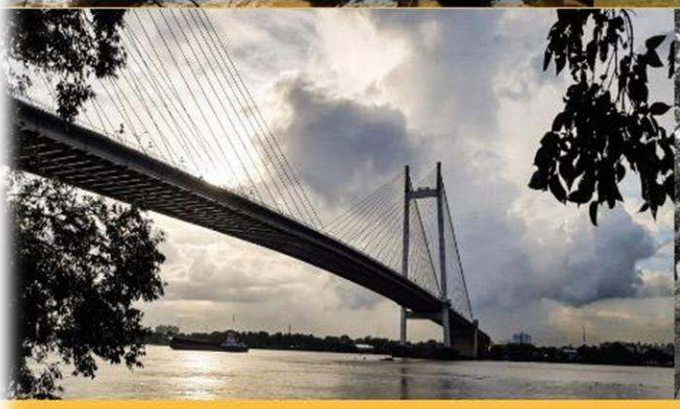

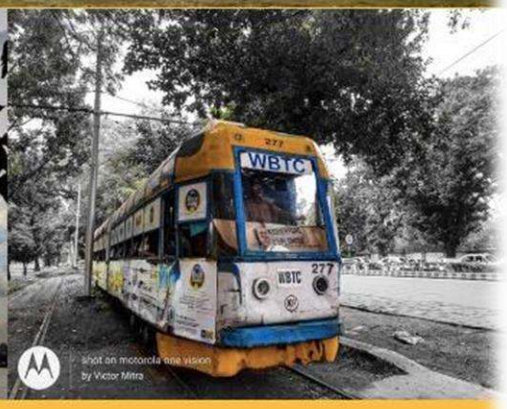

Victor Mitra
Student of electronic engineering, Leuven University, Belgium
https://www.instagram.com/victord750/

রসনা-রস-রূপকথা

অভিজিৎ চক্রবর্ত্তী, কলকাতা

ইনি কলকাতায়, যোগোমায়াদেবী কলেজের ভূতত্ত্বের অধ্যাপক। ছাত্রছাত্রীদের সাথেই বেশী সময় কাটান। গবেষণার কাজ মূলতঃ পাললিক শিলায় পোকামাকড়ের গতিবিধি নিয়ে। তবে শ্রেনীকক্ষের বাইরেও কৌতুহলের পরিধিটা ছড়িয়ে দিতে ভালোবাসেন।

তাহলে শুরুতে একটু রূপকথা হয়ে যাক্:

ঘটর্ ঘটর করে রাঁধুনে রুশ সৈনিক হাতা নাড়ছেন বিশাল কড়াইতে, জলে ডোবানো রয়েছে একটি কুড়াল- আজ ‘কুড়াল পরিজ’ রান্না হবে। অতিকষ্টে স্তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে পাতানো খুড়িমা'র ঘরে আশ্রয় পাওয়া গেছে, কিন্তু ঘরে খাবার বাড়ন্ত। মানে খুড়িমা তাই জানিয়েছেন।

-তা একটু নুন পাওয়া যাবে খুড়িমা!

-নুন! তা একটু আছে বোধহয়, দিচ্ছি বাছা।। নুন পাওয়া গেলো।

-চমৎকার স্বাদ হয়েছে দেখছি! উফ্, একটু মরিচ থাকলে যে কি হ'ত! হাতা নাড়তে নাড়তেই আক্ষেপ করে বুড়া সৈনিক। লম্ব পথ হেঁটে এসেছে সে, পেটে ছুঁচো ডন মারছে।

- তুমি বাছা খাটিয়ে মারলে, এই নাও মরিচ। তাও ভালো, পেলুম খুঁজে।

ঘটর্ ঘটর হাতা চলছে-

অনেকে অবশ্য খোশবু আনতে এক-দু কুঁচি মাখনও দেয়। তা এমন কিছু জরুরী নয়। না থাকলে থাক।

-থাকবে না কেনো বাছা, রোসো।

ঘনঘন হাতায় তুলে চাখছে রাঁধুনে। মুখে তার মিটিমিটি হাসি। কুড়াল পরিজ রান্না প্রায় শেষের পথে।

-আর কতক্ষন বাছা! খুড়িমা'র আর তর সয়না।

এই যে! এবার হয়ে গেলো। শুধু নামানোর আগে দুমুঠো খুদ দিয়ে নিতে পারলে তোফা।

তা বাপু সেটাই বা আর বাকী থাকে কেন! উৎসাহে খাড়া হয়ে বসেন তিনি। এ্যাতো বয়স হ'ল, ‘কুড়াল পরিজ’ কখনো চোখে দেখেননি তিনি, চেখে দেখা তো দুরস্থান।

রান্নাবান্নায় আমার প্রথম উৎসাহ জাগিয়েছিলেন রূপকথার সেই রুশ সৈনিক। বোোঝা গেলো, ‘কুড়াল পরিজ’ রাঁধতে হলে কুড়াল অন্ততঃ একটা লাগে। খাবার দাবারের বেলায় এই অজানা, অভূতপূর্ব উপাদানটিই বোধহয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ... **Factor-X**, আপাতদৃস্টিতে সেটা অবান্তর মনে হলেও, ভীষনই জরুরী সেটা। ‘একটু চেখে দেখার ইচ্ছে’। আর এই ইচ্ছে আর আগ্রহটা যারা জাগিয়ে তুলতে পারেন, জাগিয়ে রাখতে পারেন -তাঁরা আদতে প্রথম সারির শিল্পী, যাদুকর বল্লেও ভুল বলা হয়না।

কুড়াল ছাড়া ‘কুড়াল পরিজ’ হয়তো বানিয়ে ফেলবেন এরপর অনেকেই, কিন্তু বিলকুল তেল ছাড়া ‘ব্যান্নন'!! তাও কিন্তু সম্ভব। সেই আশ্চর্য বস্তুটির **copyright** পাওয়া উচিৎ ছিলো আমার প্রমাতামহীর। মা'য়ের কাছে শুনেছি, তখন গেরামগঞ্জে, শাকসবজির যোগান থাকলেও, তেলের ব্যবহার সাধারণ বিত্তের ঘরে কমই ছিলো। ঢিমে আঁচে কুঁচো চিংড়ী আর সবজি বসিয়ে দিতেন তিনি। চিংড়ী থেকে বেড়িয়ে আসা তেলে হেসেখেলে তৈরী হ'ত এক অপার্থিব ব্যাঞ্জন। নিমেষে খালি হ'ত ভাতের থালা।

এ এক বিচিত্র, সম্ভাবনাময় শিল্প, যেখানে সাধারণ উপাদান শুধু প্রয়োগকৌশলে বাজিমাৎ করে দিতে পারে। খুঁজে্ পেতে কেউ কেউ উদ্ধার করে আনেন এরকম কিছু গুপ্তধণ, প্রায় বিস্মৃত রন্ধনপ্রণালী। আমাদের ঘরে ঘরেই অনাদরে, অব্যবহারে স্মৃতির অতলে রয়ে গেছে সেসব। **Bong Srijani** ‘র উন্মুক্ত পরিসরে আমরা এর চর্চা চালিয়ে যেতেই পারি।

প্রথমেই বলে রাখি, রাঁধুনে বলে আমায় চেনেনা কেউই। কিন্তু ভেবে দেখলাম, জীবনটাকে আড়াআড়ি ভাগ করলে, একভাগ আমার কেটেছে খাওয়া-দাওয়ায়, বাকীটা তা নিয়ে ভেবে ভেবেই। এ ব্যাপারে আমি টেনিদার মন্ত্রশিষ্য। সুতরাং তা নিয়ে দু-এক কথা বল্লে নিশ্চয়ই সুধীজনের মার্জনা পাবো। বলতে কি রান্নাবাটি খেলায় প্রথম যেটা লাগে, তা হ'ল সাহস। বাকীটা জাস্ট সময়ের অপেক্ষা। আর একটু পাগলামী তো আমাদের সবারই আছে। ব্যস্, হয়ে গেলুম স্বনিয়োজিত, স্বঘোষিত রাঁধুনে 😉

গত পরশু মাঝরাতে আমার বং-বন্ধু গৌতম বল্লেন,

হ্যাঁরে! 'গোয়ালন্দের 'স্টীমার ফাউলকারী' খাবি নাকি! বলা বাহুল্য, বানিয়েই খেতে হবে। তবে রেসিপীটা You tube এ উদ্ধার করেছি।

গৌতম বিগত তিনদশক মার্কিন মুলুকে, তো তাতে কি! টেনিদা'র চেলারা ব্যাকটিরিয়া-ভাইরাসের মতোই সর্বব্যাপ্ত, বিশ্বময়।

একটু স্মৃতিমেদুরতায় আচ্ছন্ন হ'লাম। সেই কবে'কার, চুকেবুকে যাওয়া গোয়ালন্দ স্টীমারঘাট , তীব্র হুইশিল, খালাসীদের রান্নাঘর থেকে উঠে আসা রান্নার সুবাস- কিছুটা বিস্মরণ, বাকীটা কল্পনা। বসে গেলুম্ খাতা কলম নিয়ে।

পাঁচ'শ শ গ্রাম চিকেন (লেগপীস্ তো সবারই প্রথম পছন্দ)

শুকনো লংকা গোটা ছ'য়েক, ঘন্টা'কয়েক ভিজিয়ে রাখতে হবে। কাঁচালংকা সমপরিমান (একটু কম দিলেও ক্ষতি নেই)। ছ'টি মাঝারী পেঁয়াজ, বুড়ো আঙুলের মাপে আদা, গোটা একটা রসুন-সবই মিহি কুঁচিয়ে নিন। চমক হিসেবে থাকছে এক'শ গ্রাম বাটা চিংড়ী। সাথে আধা চামচ নুন আর হলুদ। উদারহস্তে তেল ঢেলে কষে মেখে মিশিয়ে রেখে দিন ঘন্টাতিনেক। শুধু চিংড়ীবাটা টা পরে মেশাতে হবে, আরো কিছুটা তেলের সাথে। ব্যস্ এবার পাত্রে তেল গরম করে মিশ্রনটা ঢেলে দিন। মিঠে আঁচে ভাঁপাতে থাকুন মিনিট চল্লিশ। মাঝে মাঝে ঢাকনা খুলে দেখুন, তেলটা আলাদা করে বেড়িয়েছে কিনা!... এরপরই একটা খোশবু বেড়িয়ে আসবে, আপনাকে নিয়ে যাবে আরো একবার, গোয়ালন্দঘাট।

Youtube link : https://www.youtube.com/watch?v=MN9LMOmpxcQ

ওপরের সংযোগসূত্র একবার সচক্ষে দেখে নেওয়া যায়। তবে চোখে দেখার চেয়ে চেখে দেখলে আরোইই ভালো। প্রমাণস্বরূপ রইলো নীচের ছবিদুটো।

শিঞ্জনী চট্টোপাধ্যায়, জার্মানি

শুক্তনি

মূলত আমি উত্তর কোলকাতার বাসিন্দা ছিলাম ,গত ৮ বছর জার্মানিতে পরিবারের সাথে রয়েছি । ক্লিনিক্যাল গবেষণার কাজে যুক্ত ।এখন আমার তনয় ও তনয়াকে বড় হতে দেখে জীবনের আনন্দ খুঁজে পাই।

বাঙালি রান্না হিসাবে অতি পরিচিত শুক্ত আসলে ভারতবর্ষে এসেছিলো সুদূর পর্তুগাল থেকে। তারপর কত সাগর নদী পেরিয়ে অবশেষে আমার দিদার কাছে পৌঁছলো আর আমাদের বৃহৎ পরিবারে 'দিদার শুক্ত ' নাম বিখ্যাত হয়ে উঠলো সে তো গবেষণার বিষয়।

দিদার এখন নব্বই বছর বয়েস। ছোটবেলা থেকে কতরকমের পদ রান্না করে যে তিঁনি খাইছেন সব মনে করে বলতেও পারবো না। তাঁর সবচেয়ে মজার খেলা ছিল কিছু একটা খেতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করা,

'এটা কি দিয়ে রান্না করেছি বলোতো'?

বেশির ভাগ সময় তিঁনি সঠিক উত্তর পেতেন না,আর সে সব নিয়ে বেশ মজা হত।

একটা ছোট্ট মজার গল্প বলি,আমার বাবা-মার সবে বিয়ে হয়েছে ,বাবা নতুন জামাই খেতে বসেছেন ,বাড়ির সব মানুষ তাঁকে ঘিরে যত্ন করে খাওয়াচ্ছেন ,এমন সময় দিদা একটা বড়া দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,

'বাবা এটা খেয়ে দেখো তো কেমন হয়েছে'?

বাবা বললেন 'ভালো হয়েছে মা '।

দিদা জিজ্ঞাসা করলেন,

'এটা কি দিয়ে তৈরী বলোতো'?

বাবা বললেন 'এটাতো কলার বড়া'।

তখন দেখাগেল সবাই মুখ টিপে হাসছে। আসলে ওটা ছিল ওলের বড়া। আমার বাবা ওল,কচু এসব কিছু খেতেন না,তাই দিদা ওই কাজটি করেছিলেন ।

দিদার শুক্ত আজ আপনাদের জন্য -

উপকরণ : পাঁচফোড়ন ,রাঁধুনী ,শুকনোলঙ্কা ,তেজপাতা,আদাবাটা,সর্ষে -পোস্ত বাটা ,কাঁচা দুধ ,নারকোল কোরা,জিরেগুঁড়ো,নুন,চিনি ,সরষের তেল ও মটরডালের বড়ি।

ভাজামসলা-পাঁচফোড়ন শুকনো খোলায় ভেজে গুঁড়ো করে নিতে হবে।

সব্জী-আলু ,রাঙাআলু ,বেগুন ,কাঁচকলা ,সোজনেডাঁটা,শিম ও উচ্ছে। সব সব্জী গুলো লম্বা করে কেটে নুন মাখিয়ে রাখতে হবে।

পদ্ধতি : কড়াতে সরষের তেল দিয়ে প্রথমে বড়ি,তারপর সব সব্জী আলাদা আলাদা করে ভেজে তুলে নিতে হবে। ওই তেলে পাঁচফোড়ন,রাঁধুনী,শুকনোলঙ্কা,তেজপাতা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে উচ্ছে বাদে অন্য সব সব্জী দিয়ে দিতে হবে। এরপর পরিমান মতো জিরেগুঁড়ো,নুন ও অল্প জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে সেদ্ধ করতে হবে। সেদ্ধ হয়ে এলে উচ্ছে দিয়ে দিতে হবে। তারপর আদাবাটা,সর্ষে -পোস্ত বাটা,চিনি ও কাঁচা দুধ, দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে আঁচ বন্ধ করে দিতে হবে, ভাজা বড়িগুলো ওপরে দিয়ে সাজিয়ে দিতে হবে। নামানোর আগে নারকোল কোরা ও ভাজামসলা ছড়িয়ে দিলেই তৈরী বাঙালির প্রিয় শুক্ত।

ঢপের চপ

মিতা চক্রবর্তী, কলকাতা

আমি জন্মেছি কোলকাতায়। চার ভাই বোনের মধ্যে আমি সবার বড়।বাড়িতেও খুব লোক জন আসতো,তখন মা কে দেখতাম এই পকোরাটা বানাতেন, খেতে খুব ভাল লাগত, অতিথিরাও খেয়ে খুব প্রশংসা করতেন I আমিও বিয়ের পর এই পকোরা তৈরি শুরু করলাম, বাড়ির সবাই খেয়ে খুশি, আমার ভাল লাগল। এই পকোরা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়।

উপাদান

সুজি- দুই কাপ
টক দই - এক কাপ
পেঁয়াজ- বড় একটা, কুচি করে কাটা
নুন, কাচা লঙ্কা- পছন্দ মত
দরকারে অল্প জল

প্রক্রিয়া

সব একসাথে মেখে, দুই ঘন্টা রেখে দিতে হবে, তারপর করাই এ সাদা তেল দিয়ে,

তেল ভালো গরম হলে, সুজি মাখা টা ছোটো ছোটো গোল করে তেলে লাল করে ভাজতে হবে।

ছোটবেলার কথা

নীলাঞ্জন রায় চৌধুরী, জার্মানি

প্রথম ভাগ

ছেলেটা দশ বছর বয়েস অব্দি বাড়িতে একা একা সন্ধ্যের পরে বাথরুমে যেতে ভয় পেতো, বাবা অথবা মাকে সঙ্গে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াতে হতো ।

পঞ্চম শ্রেণীতে জীবনে প্রথম বাড়ির বাইরে হোস্টেল জীবনে এসে দ্বিতীয় দিনেই ঘরের অন্য এক বন্ধুর অনুরোধে মধ্যরাতে তার ভয় ভাঙ্গাতে তার সাথে বাথরুমের দরজায় গিয়ে দাঁড়ানো ।

একেই কি বলে একদিনে বড় হয়ে যাওয়া ?

দ্বিতীয় ভাগ

সপ্তম শ্রেণী । পুজোর ছুটি র আগের শেষ রাত। বন্ধুদের সবার মনে খুশির ছোঁয়া । রাতের খাবার ছিল লুচি, মাংস আর লিমকা । আমার ছয় বছরের স্কুল জীবনের অন্যতম সেরা খাবার । রাতে ঘরের চার জনের চোখে ঘুম নেই ছুটির উত্তেজনায় । হঠাৎ এক বন্ধুর মাথায় এলো এক অভিনব ভাবনা ।

চালু হলো স্বরচিত মহালয়া । সেই মোহময় সুর বীরেনবাবু র কানে গেলে ভদ্রলোক নির্ঘাত রেডিও স্টেশন থেকে অবসর নিতেন । কিন্তু পাশের ঘরের এক শিক্ষকের কানে রাতদুপুরে সেই অপরূপ সুর অসুর রূপে গিয়ে বাজলো । ফলস্বরূপ মাঝরাতে মারের হুমকি পেলাম আমরা ।শুধুমাত্র পুজোর ছুটির আনন্দে সেযাত্রায় রক্ষা পেলাম আমরা ।

তৃতীয় ভাগ

অষ্টম শ্রেণীর ক্লাসঘর । এক শান্ত শিক্ষকের ক্লাস চলছে,সংস্কৃত । আমরা যথারীতি নিজের নিজের কাজে মগ্ন। আমি তো মন দিয়ে কাটাকুটি খেলতে ব্যস্ত ছিলাম । হঠাৎ শুনি শোরগোল । শিক্ষক মশাই বলেছেন, "এখন মুরলীধারী কৃষ্ণের যুগ নয়, এখন...." এই আপাত নিরীহ বাক্যের বিভিন্ন ব্যাখ্যা চলছে। কেউ বলছে ফাইটার প্লেনের যুগ, কেউ বা এটম বোমা এর যুগ । আমি মনোযোগ দিয়ে খেলার মাঝেই স্বগতোক্তি করেছিলাম "এখন গিটারের যুগ", খেয়াল করিনি সারা ক্লাস এরমধ্যে চুপ করে গেছে ।

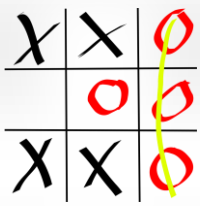

এখনো মনে পরে সেই আপাত নিরীহ শিক্ষক মশাই এর রুদ্ররূপ । কি বললে, " কৃষ্ণ গিটার বাজায় ?" তার সাথে সাথেই আমার উপর বর্ষিত হতে থাকলো কিল চড় থাপ্পড় ।

চতুর্থ ভাগ

আবার অষ্টম শ্রেণী । এবার ভবনের গল্প । যে ভবনে থাকতাম সেখানকার মহারাজের নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেতো কিনা জানা নেই, তবে সেই বাঘের দাপটে আমাদের হাল গরুর থেকে কোনো অংশে উন্নত ছিল না । প্রতিমুহূর্তেই শিকারের হাত থেকে বাঁচার উপায় খুঁজতে হতো ।

তা সেই ভবনেই আমার প্রথম ও শেষ সিইও হওয়ার সুযোগ আসে, মানে যাকে আমরা তখন বলতাম ভি.এস. । ভবনের হত্তা কর্তা বিধাতা । এক মাস তো মনের সুখে নিজেদের ক্ষমতা উপভোগ করলাম (সেই প্রথম বুঝলাম রাজনৈতিক নেতারা কেন গদি ছাড়তে চান না) । কিন্তু আমাদের ঠিক এক মাস পরেই গদি হাতছাড়া । যাই হোক মহারাজ কে বিদায়বার্তা দিতে গেলাম ওনার ঘরে । উনি খুব শান্ত স্বরে ঘরের একটি নির্দিষ্ট কোণের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন, "তোর পছন্দ মতন নিয়ে আয় একটা" । সেখানে থরে থরে সচিনের বিভিন্ন সাইজের ব্যাট এর মতন সাজানো বেতের সারি। তখন সদ্যপ্রাক্তন পদের গুনে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। শুধু ভাবছি কার আজ আবার কপালে জুটবে এই বেতের বারি। তাই নিয়ে এলাম রোগাপাতলা একটা বেত। সেই মহারাজ আবার খুব শান্ত স্বরে বললেন, "হাতটা পাত" । তখনো বুঝে উঠতে পারিনি কি, কেন, কবে, কখন। উনি শুধু বললেন, "এই এক মাস তো অনেক কে মার্ খাওয়ালি (এক বর্ণ সত্যতা ছিল না এই অভিযোগের), এবার নিজে খেয়ে দেখ কেমন লাগে " । তারপরেই সপাং সপাং দুটো বারি। এক নিমেষেই ক্ষমতার আস্ফালন নিভে গিয়ে এলো এক অক্ষমতার জ্বালা।

পঞ্চম ভাগ

নবম শ্রেণী । পৈতে হয়ে ভবনে ফিরেছি । নেড়া মাথায় মশারি দিয়ে ঘষা দিয়ে চলছে রুমমেটদের অত্যাচার । একাদশীর দিনগুলোয় বন্ধুদের লোভাতুর চোখের সামনে রাতে লুচি খাচ্ছি (মাঝেমধ্যেই অবশ্য কিছু প্রিয় বন্ধুদের কাছে নিপুন পাসে পৌঁছে যাচ্ছে একটা দুটো লুচি) । সেই সুখের দিনে আচমকাই এলো বিনা মেঘে বজ্রপাত । একটি একাদশী পড়লো শনিবার মাংসের দিনে । আমরা তিন জন তখন একাদশী র বেঞ্চে নিয়মিত সদস্য ছিলাম । এক বন্ধু সোজা সেই রিজার্ভ বেঞ্চ ছেড়ে নেমে পড়লো মাঠে অর্থাৎ সোজা মাংসের বাটি হাতে । বাকি আমাদের দুজনের অবস্থা সহজেই অনুমেয় । কি করে জানি না (সব বেণীমাধব বাবু র চক্রান্ত) তার পরের বার এর একাদশী আবার পড়লো শনিবারে । আমার সঙ্গীকে সেই বেঞ্চে বসিয়ে রাখা আর ক্ষুধার্ত বাঘের সামনে ছাগল ছেড়ে রাখা একই রকম কাজ ছিল । যাইহোক অতিকষ্টে একটুকরো মাংস জোগাড় করে আমার সেই বন্ধুবর লুচি মাংস খেলো আমার পশে বসেই ।তারপর এলো হ্যাটট্রিকের দিন । আবার একাদশী, আবার শনিবার । একাদশী র সেই ভরা বেঞ্চে এবার টিমটিম করে জ্বলতে থাকলাম একা আমি ।

যাইহোক সেই লোভ জয় করে ভবনের মহারাজ ও শিক্ষকদের কাছ থেকে অনেক প্রশংসা পেয়েছিলাম সেকথা মনে করে আজও অতি কষ্টের মধ্যে একটু প্রলেপ পরে।

এবং অসমাপ্ত ভাগ গুলো.....

লিখতে লিখতে অনুভব করলাম আমার বুকের মাঝে সযত্নে রক্ষিত ধুলোয় ঢাকা সেই নীল ডায়েরির পাতাগুলো আজ চোখের সামনে। কত কি না বলা কথা রয়ে গেলো। ভবন জন্মদিনের আগের রাতে সাজানো থেকে ছুটির দিনের চটি ক্রিকেট , রুম স্টাডি থেকে পরীক্ষার আগের রাতে সিঁড়ির আলোয় পড়া, ক্লাসে লাস্ট পিরিয়ডে বসে চুপিচুপি ফুটবলের টীম করা থেকে মাছের মুড়ো ভেঙে ভেঙে গ্লাসে ভরে ডাস্টবিনে ফেলা .....এই দীর্ঘ তালিকা মনে হয় শেষ হওয়ার নয় ||

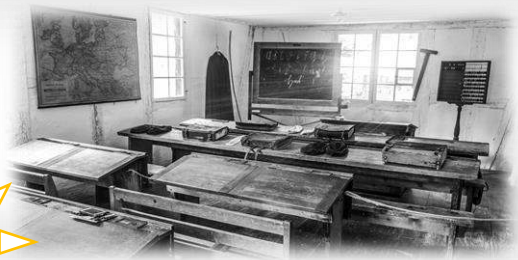

কণিকা সরকার, আয়ারল্যান্ড

সেরে ওঠো পৃথিবী

“ধরেছি কলম অনেক ভালোবাসায়।

যেদিন মুছে যাবে মোর

বাঁচার অধিকার, যেনে রেখো,

সে মৃত্যু নয় আমার! হলে, আমার কলমের জয়জয়কার “।

কলমে কণিকা সরকার, ডাবলিন আয়ারল্যান্ড থেকে ।

কনিকা খুবই আশাবাদী ও প্রাণোচ্ছল মনোভাবের । নিরন্তর চেষ্টায় সাফল্য আসবে এই বিশ্বাস কনিকা বন্ধ করে না । ইউটিউবে একটি ছোট্ট চ্যানেল (An Enchanting Tale) এ কনিকার বিভিন্ন সুন্দর লেখা ও অভিনয় সেখানে আছে, কনিকার লেখা মুলত নারীকেন্দ্রিক, খানিকটা সমাজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা বলতে পারেন।

মৃণাল, স্ত্রী পৌলোমী ও এক মেয়ে নিয়ে সুন্দর ছোট্ট সংসার ওদের। মৃণাল যখন স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে সবে কলেজে তখন বাবাকে হারায়। প্রকৃত অভাব মৃণাল দেখেছে, তাই নিজের সন্তানদের এতোটুকু কষ্ট পেতে দেয় না।

মৃণাল এখন সরকারি অফিসের উচ্চপদস্থ অফিসার। মৃণাল পৌলোমী দুজনেই ভিষণ মাটির মানুষ।

ওদের মেয়ের নাম তিতির, যেমন শান্ত তেমনি মিষ্টি মেয়ে, কখনো বাবা মায়ের কথার অবাধ্য হয়নি।

সারাক্ষণ বই নিয়ে বসে থাকে, মেয়ের লেখাপড়া নিয়ে কখনো চিন্তায় পড়তে হয়নি ওদের। বরঞ্চ পৌলোমীকে রেগে যেতে হতো! কারণ খাওয়ার ঠিক নেই, ঘুমের ঠিক নেই, মেয়ে সারাক্ষণ বই নিয়ে বসে আছে।

দেখতে দেখতে তিতির বড় হচ্ছে, ২০২০ র জানুয়ারি মাসে প্রথম জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা ওর, খুব ভালোই প্রস্তুতি নিয়েছে। মেয়ের পড়াশোনার যাতে কোনো ক্ষতি না হয় তাই নিজেদের বাড়ি ছেড়ে কলকাতার এক ফ্ল্যাটে উঠে এসেছে ওরা। এখন মৃণাল কে অফিসে যেতে প্রায় দু’ঘণ্টা বেশি জার্নি করতে হয়, পৌলোমী কেও মৃণাল অফিসে যাওয়ার অনেক আগেই উঠে যেতে হয়, বাড়ি র সমস্ত কাজকর্ম সেরে মৃণাল কে টিফিন বানিয়ে দিয়ে, মেয়ের টিউশন, ইলেকট্রিক বিল, ওয়াটার বিল, নানান সংসারের খুঁটিনাটি দায়িত্ব। সেই ভোর সাড়ে চারটে থেকে কাজ শুরু হয়, এক একটা দিন ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু নিজের সন্তানের জন্য কষ্ট করবে নাতো কার জন্য করবে!

একদিন দুপুরে পৌলোমী বসে বসে ভাবছে, সামনে তিতিরের একটা বড় পরীক্ষা, না জানি কী হবে! পৌলোমী মনে মনে ঠাকুরকে ডাকে , ‘ ঠাকুর, আমার তিতির এর ভালো করো ঠাকুর, ও যেন ভালোভাবে পাশ করে যায়, আমার তিতির এর সব স্বপ্ন তুমি পূর্ণ করো ঠাকুর।‘

কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই সব কেমন যেন পাল্টে গেল, দেশ, রাজ্য জুড়ে শুরু হলো মহামারী, করোনা। এতদিন ধরে মেয়েটা যে স্বপ্ন পূরণের জন্য এত পরিশ্রম করছিল সেটা বুঝি আর সফল হলো না। পিছিয়ে গেল পরীক্ষা, বন্ধ হয়ে গেল বাড়ি থেকে বেরোনো, টিউশন বন্ধ, কলেজ বন্ধ, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মেলামেশা বন্ধ। ঘরে বসে, দিনে দিনে তিথির কেমন যেনো উদাস হয়ে গেল। মাঝেমধ্যেই বেলকনির রেলিং ধরে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত আকাশের দিকে, অনেক বার ডেকেও সাড়া পাওয়া যেত না।

কখন যে মেয়ে অনলাইন ক্লাসের ফাঁকে ডুবে গেল সোশ্যাল মিডিয়াতে ওরা সেটা বুঝতেও পারিনি।

আজ ২০২১, মাঝে একবার জয়েন্ট এন্ট্রন্স পরীক্ষা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তিতির সেখানে সুযোগ পায়নি। সবসময় পড়াশোনা নিয়ে মেতে থাকা মেয়েটার ভবিষ্যৎ আজ ডুবে গেছে সোশ্যাল মিডিয়ায় চলতে থাকা কিছু ব্যক্তিত্বের আধ্যাত্মিক জগতে।

ফুটফুটে মেয়েটার দৃষ্টি ও শরীর ক্রমশ শুকিয়ে আসছে দেখে ওরা বুঝলো মেয়েটার কিছু একটা হয়েছে। এদিকে তিতির কে বহুবার কারণ জানতে চাওয়ায়, ‘কি হয়েছে তোর? সোনা মেয়ে আমার, বল? কেন এত চুপচাপ হয়ে গেলি তুই?’

‘আমি আর পরীক্ষা দেব না, আর পড়াশোনা করতে চাই না। ‘কথাটা শুনে ওদের পায়ের নীচের মাটি যেন সরে যায়। যে মেয়েকে পড়া ছেড়ে ওঠার জন্য বকাবকি করতে হতো সেই মেয়ে কিনা আর পড়াশোনা করতে চায় না!

তিতির কে ওরা মনস্তত্ত্ববিদ এর কাছে নিয়ে যায়। ডাক্তার জানিয়ে দেয় দীর্ঘদিন অনিদ্রা ও কম খাওয়া দাওয়ার কারণে ওর ব্রেনের নার্ভ শুকোতে শুরু করেছে, ওর মাথায় এখন শুধু আধ্যাত্বিক চিন্তাভাবনা। মৃণাল পৌলোমী এসব শুনে স্বাভাবিকভাবেই ভীষণ ভেঙে পড়ে। ডাক্তার ওদের আশ্বস্ত করেন, -‘সময় লাগবে তবে আশা করি সব ঠিক হয়ে যাবে, আপনাদের শুধু শক্ত হাতে হবে।‘ গত কয়েক মাস ধরে তিতির এর ট্রিটমেন্ট চলছে।

এই মহামারী,সোশ্যাল মিডিয়া ছিনিয়ে নিয়েছে কত সাধারণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। তিতিরের মতো উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ যেন আবার সঠিক দিশা খুঁজে পায়। সোশ্যাল মিডিয়ার ভালো জিনিস গুলোই সবাই গ্রহণ করুক, খারাপটা না। আগামীর কাছে শুধু এটাই প্রার্থনা।

সেরে ওঠো পৃথিবী.....

উত্তরণ

রুমা বিশ্বাস, হায়দরাবাদ

"এইবার মরেছে মেজোবউ, তুমি ভাবছো আমি মরতে যাচ্ছি, ভয় নেই অমন পুরোন ঠাট্টা তোমাদের সঙ্গে করবো না। মীরাবাঈ ও তো আমারই মতন মেয়েমানুষ ছিল তার শিকল ও তো কম ভারী ছিল না তাকে তো বাঁচবার জন্যে মরতে হয় নি।"

রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীরপত্রের এই কটা লাইন কতোবার যে পড়েছে, নিজেও সঠিকভাবে বলতে পারবে না অপরাজিতা।
ঠাকুমা বড় সাধ করে এই নাম রেখেছিলেন। মা,বাবা আদর করে ডাকতেন অপু বলে।
আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতোন বড় সাদামাটা ছিল অপরাজিতার জীবনের গল্পটা, কিন্তু সেই সাদামাটা, পাঁচমেশালী জীবনের পথে চলতে চলতেই কোথায় যেন এক উত্তরণ ঘটে গিয়েছিল অপরাজিতার জীবনে, হয়তো নিজের অজান্তে।

ছোটবেলায় ঠাকুমার কাছে সেই রামায়ণ, মহাভারত আর রূপকথার রাজকন্যা, রাজপুত্র তার মন ছুঁয়ে যেতো নানান ভাবে,গল্পের না না চরিত্রের সঙ্গে মিশে গিয়ে সেও যেন হয়ে উঠতো রূপকথারই এক চরিত্র। অনেক মেয়ের মতোই অপরাজিতাও তার জীবনে চেয়ে ছিল,রূপকথার রাজপুত্রের মতো কোন মানুষ যে নানা ঝড়, ঝাপটা থেকে তাকে আগলিয়ে রাখবে, তার পাশে থাকবে ছায়া সঙ্গী হয়ে। তাই লাল বেনারসি, রজনীগন্ধা ফুল আর সানাই এর সুরে আবিষ্ট হয়ে নিখিলেশ এর হাত ধরে এক স্বপ্নের জীবনে যেন পা রাখতে চেয়েছিল অপু। নিখিলেশ কাজের সূত্রে থাকে ফ্লোরিডাতে, তাই ছোটবেলার শহর, কলকাতা, আত্মীয় পরিজন সব কিছুকে ছেড়ে

যেতে যে একেবারেই তার মন কাঁদেনি সে কথা ভূল, কিন্তু দুচোখে তখন ছিল এক স্বপ্নময় জীবনের হাতছানি আর ছিল নিখিলেশের উপর অগাধ ভরসা। তাই সবাই কে জোর দিয়েই বলেছিল, কেন যে এতো মন খারাপ করছো Video কলে কথা তো হবেই। আমি ভালো থাকবো চিন্তা করো না।কিন্তু,সময়ের সঙ্গে স্বপ্নের সোনালী তার গুলো ছিঁড়তে শুরু করে একে একে। ক্রমশঃ সে বুঝতে পারে, নিখিলেশের প্রতিটি ভালোলাগার সঙ্গে এক তরফা মানিয়ে নেওয়াটাই তার একমাত্র কাজ।তার হাঁটা চলা, পোষাক, বন্ধু নির্বাচন সব কিছুতেই নিখিলেশের সিদ্ধান্তই শেষ কথা, সেখানে নিজস্ব মতামতের কোন গুরত্ব নেই। প্রথম কিছু মাস চেষ্টা করে অপরাজিতা ,সব কিছুর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার, কিন্তু মন থেকে কোথাও যেন সব টুকু মেনে নিতে পারছিল না কিছুতেই। পরিস্থিতি ক্রমশঃ জটিলতর

হয়ে ওঠে, সে উপলব্ধি করে এই অজানা, অচেনা শহরে একটা কেউ নেই যার সঙ্গে প্রাণ খুলে মনের কথা বলা যায়।

নিখিলেশের সঙ্গে বিয়েটা যেন একটা contract
paper এ sign এর মতো। সেখানে মানসিক লেনদেনের থেকেও ego এর লেনদেন অনেক বেশী, শুধু মেনে নেওয়া এবং মানিয়ে নেওয়া। একদিন নিখিলেশ তার office এর কিছু colleague দের dinner e invite করে। সেদিন dinner table এ অপরাজিতার রান্না আর পরিবেশনার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত বন্ধুদের কথা শুনতে শুনতে নিখিলেশের চোয়াল যে ক্রমশঃ শক্ত হয়ে উঠছিল, তা কিন্তু একেবারেই অপরাজিতার নজর এড়াই নি,আসলে অন্য পুরুষদের কাছে নিজের বউ এর এত সুখ্যাতি শোনার

মতো মানসিক প্রস্তুতিই ছিল না নিখিলেশের ।
প্রতিদিনের এই সুক্ষ্মাতি সুক্ষ্ম বিষয় গুলো পরিস্থিতির জটিলতা কে যেন এক চোরাবালিতে পরিণত করছিল, সেখানে শুধুই জটিলতার অতলে তলিয়ে যাওয়া। অপরাজিতা ক্রমশঃ বুঝতে পারছিল,যে স্বপ্নের জীবনের আশা সে করেছিল সেটা স্বপ্নই, কঠীন বাস্তবের সঙ্গে তার বিস্তর ফারাক। নানান মানসিক টানাপোড়েন নিজের সঙ্গে বহু যুদ্ধের পরে বছর দেড়েক বাদে দেশে ফিরে, বাবার ঘরে ঢোকা মা ত্রই আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না অপু , কান্নায় ভেঙে পড়ল বাবার কাছে, বলল "আমি চেষ্টা করেছি কিন্তু পারলাম না নিজের ব্যক্তিসত্ত্বাকে একেবারে গুঁড়িয়ে ফেলতে, আমায় ক্ষমা করো বাবা!"

ষাটোর্ধ মণিতোষ বাবু বড় ধুমধাম করে একমাত্র মেয়ে বিয়ে টা দিয়েছিলেন। তাই হঠাৎ এমন একটা ঘটনায় ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না কি বলবেন, শুধু বল্লেন ''তুমি যথেষ্ট পরিণত, এখন নিজের ভালো মন্দ টা তোমাকেই বুঝতে হবে''।

এর পর কেটে গেছে বেশ কিছু টা সময়, নিখিলেশের সঙ্গে ডিভোর্সের পর, অপরাজিতা একটি নামী বেসরকারী সংস্থায় **receptionist** এর **post** এ **join** করেছে, সে মা'কে হারিয়েছিল কলেজে পড়াকালীন,গতোবছর বাবাও চলে গেলেন। এই শহরে যারা বন্ধু ছিল তারা বিবাহ সূত্রে নানা জায়গায় ছড়িয়ে গেছে, নয়তো এক্কেবারে পাকা গৃহিণী হয়ে সংসারের ভেতরেই ডুবে আছে। সারাদিন নানা কাজে থাকলেও, সন্ধ্যেবলায় বাড়ি ফিরে মাঝে মাঝে বড় একা লাগে অপুর নিজেকে। অর্চনা দি আসেন কখনো কখনো, কাজের সূত্রে পরিচয় বিয়ে থা করেন নি, একটা **NGO** চালান, ওটাই ওনার স্বপ্ন পূরণের জায়গা।বহুবার বলেছেন ''একবার আয় না দেখবি কতোকিছু করার আছে, মনটা ভালো লাগবে।'' কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে নি অপরাজিতার।এর মধ্যে একদিন হঠাৎ ই বাসস্ট্যান্ডে রজতের সঙ্গে দেখা।একই **Batchmate**, কথায় কথায় জানতে পারে রজতের বাবা, মা ফিরে গেছেন জামশেদপূরে,কর্মসূত্রে রজত রয়ে গেছে কলকাতায়। কলেজে পড়াকালীন অপরাজিতা আর রজতের মধ্যে একটা ভালোলাগার সম্পর্ক গড়ে উঠলেও তা আর কোন বিশেষ পরিণতি অব্দি গড়ায় নি। এরপর নানা ঘটনায় দুজনের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ, যোগাযোগ ক্রমশঃ বাড়তে থাকে,হয়তো বা অপুর সেই একাকীত্বের শূন্যতায় হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে রজত।

আজ বাড়ি ফেরার পর অন্যান দিনের মতো **fresh** হয়ে এক কাপ চা নিয়ে বসেছিল অপরাজিতা। হঠাৎ ই ফোন টা বেজে ওঠে। রজত বলছি, আসছি তোর ওখানে রাতে **dinner** করে ফিরবো। একটু রাত করেই ফিরল রজত।

ও চলে যাবার পরে বাবার ঘরে এলো অপু বহুদিন পরে, বসল সেই ভাবে, যেভাবে আগেও বসতো বাবার পাশটি তে। সামনে টাঙানো আয়নায় , ধূলোর আস্তরণ সরিয়ে নিজের মুখোমুখী হোল আজ অপরাজিতা। অল্প বয়সের নানা স্বপ্ন কে সে বহুদিন লালিত করেছে নিজের মনে, নিভৃতে বহু যত্নে।নিখিলেশ তার জীবনকে একটা শূন্যতায় ভরে দিয়েছে ঠিকই কিন্তু সেই শূন্য জায়গাতে কি, সে বড় বেশী প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেছে রজত কে?আজ বহুক্ষণের কথোপকথনে একটা বিষয় অপুর কাছে পরিষ্কার এই শহরে রজতের নিজের একাকীত্ব কাটাতে একটি সঙ্গীর প্রয়োজন, আর অপুর জীবনের স্বপ্নে দেখা সেই যে ছায়াসঙ্গী, সেই জায়গাটা কিন্তু রজতের জীবনে অন্যকারোর জন্যে অপুর মতো ডিভোর্সীর জন্যে নয়। অপরাজিতা প্রশ্ন করলো নিজেকে, সে কি একই ভুল করে ফেলছে বারবার? সে কি ভালোবাসার সন্ধান করতে গিয়ে একই ঘুর্ণাবর্তে ক্রমশই হারিয়ে ফেলছে নিজেকে? অন্ধকার ঘরেও যেন চোখ বন্ধ হয়ে গেল অপরাজিতার। সে যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেল। মহাভারতের সেই বিখ্যাত চরিত্র যাজ্ঞসেনী কে।পুরুষ সুন্দরের পূজারী তাই সুন্দর রমণীর অধিকারেই তার আনন্দ, তৃতীয় পান্ডব সুভদ্রার সঙ্গে বিবাহের পর যখন দ্রৌপদীর সামনে আসেন তখন দ্রৌপদীর দু চোখে সে প্রশ্নই ছিল অর্জূনের জন্যে। কেন? আমি কি কারণে যোগ্য হতে পারলাম না?

অর্জুন প্রত্যুৎত্তরে শুধু এই টূকুই বলেছিলেন যে ''অপার সৌন্দর্য্য, তেজময়ী জ্ঞানের অধিকারী সে,কিন্তু তা শুধু দহনই করে। সে প্রেয়সীর স্নেহের প্রলেপ দিতে পারে না।হায় রে নারীর ভাগ্য, শুধু বাহ্যিক রূপ, হৃদয় বলে কি কিছু নেই? এক তীব্র চীৎকার বেরিয়ে আসে দ্রৌপদীর অন্তর থেকে ''আমি তবে কার''?সেই বাঁশির সুর তাকে বলে যায়,''আয়নার সামনে তাকিয়ে দেখো, তুমি মহাকাব্যের সেই নায়িকা, যার হাত ধরে এক নতুন ইতিহাস রচনা করবেন মহাকাল। নিজেকে সীমাবদ্ধ করো না। ছড়িয়ে দাও অনন্তে

হঠাৎ ঘোর কাটিয়ে, সম্বিত ফেরে অপরাজিতার। এখন অনেক রাত তবুও একটা **text msg** করে রজত কে,
'' শুধু পুরুষের মন রক্ষার্থে তার সাময়িক আনন্দের সঙ্গী হতে পারবো না'রে। আমাকে সম্পূর্ণ নিজের একটা পরিচয় খুঁজে পেতেই হবে। তুই

ভালো থাকিস, আমিও নিশ্চই ভালো থাকবো।''চোখে, মুখে একটু জল দিয়ে ব্যাগ থেকে বার করলো অর্চনা দি র দেওয়া সেই **NGO** এর **address** টা, কাল একবার অফিস ফেরত যাবে বলে স্থির করল।

অপু হঠাৎ ই যেন অনুভব করলো আসলে সে একটা লতানো গাছের মতো আঁকড়িয়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছে এতোগুলো দিন, তাই এক অলীক ভালোবাসার হাতছানি তাড়া করে ফিরেছে। তাকে নিজের তৈরী শক্ত মাটির উপর দাঁড়াতেই হবে, বাঁচতে হবে নিজের পরিচয়ে।

তার নিজেকেও ছড়িয়ে দিতে হবে অনন্তে। আর তাকে সেটা পারতেই হবে কারণ সে, অপরাজিতা।

বিশ্ব শান্তির দূত

শমিতা চক্রবর্তী, শিক্ষিকা, ওমান

বিশ্বে শান্তি বিরাজ করুক এই কথা সব ধর্মে বলা আছে। প্রত্যেক যুগে আবির্ভাব হয়েছে মহামানবের , এবং তাঁরা তাঁদের কাজ সম্পূর্ণ করেছেন এবং পরবর্তী প্রজন্মের হাতে দিয়ে গিয়েছেন দায়িত্ব, মানুষের মধ্যে তাঁদের বানী ছড়িয়ে দেবার জন্য । ধরাধামে স্বামী বিবেকানন্দের দান আমাদের কাছে পরিচিত। বৃহত্তর জীবনে যখন স্বামীজীকে দেখি তখন মনে হয়ে বাঙ্গালী জন্ম আমার সার্থক।

এ কথা কেন বলছি? তা শুনলে আপনিও অবাক হবেন।বিদেশের মাটিতে যখন আপনি স্বামী বিবেকানন্দের স্টাচু দেখবেন, তখন তো শিহরণ লাগবেই।পূর্ব কানাডার নভাস্কচিয়ার রাজধানী হালিফাক্সের কর্ক রোডে আচমকা ট্যাক্সি থামিয়ে নেমে পড়লাম। বিশ্বাস করতে পারছিলাম না কি দেখছি। সামনে রাস্তার ধারে স্বামীজীর মূর্তি। দেখে প্রণাম জানালাম। গর্বে মন ভরে গেল।খুব অবাক হয়েছিলাম। তাই কিছুটা উৎসাহের সাথে মূর্তি স্থাপনের উদ্দেশ্য ও কারণ খোঁজার বিষয়ে তৎপর হয়ে উঠলাম। হাতে সময় স্বল্প হলে মনে হল আমার মত বহু বাঙ্গালী আছেন যারা এই কথা জানেন না। ভারতীয় হয়ে আমাদের জানা উচিত বলে বিবেচনা করে এই লেখা লিখতে শুরু করলাম।

এই হালিফাক্স শহরের ভারতীয় হিন্দুদের মন্দির কর্ক রোডে অবস্থিত। অপূর্ব মন্দির।এখানে মন্দিরটি বাড়ির মধ্যে অবস্থিত। কি পরিষ্কার, স্বচ্ছ ও সুন্দর। নোটিশ বোর্ড এ সমস্থ নিয়মাবলী লেখা। বিভিন্ন প্রকারের ক্লাস হয়ে এই মন্দির প্রাঙ্গণে যেমন – ভারতীয় গান, নাচ ও জলসা। ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিদেশে প্রচার ও প্রসার করার দায়িত্ব এই গোষ্ঠী গ্রহণ করেছেন। ভারতীয় নানা অনুষ্ঠান, বিবাহের আয়োজন এবং নানা পূজা-
অর্চনার মাধ্যমে আমাদের সংস্কৃতিকে এগিয়ে রেখেছে এই হিন্দু বেদান্ত আশ্রম মন্দির। অর্থ দান, বিভিন্ন ভাবে দুঃস্থদের সাহায্য ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকে এই বেদান্ত আশ্রম সোসাইটি মন্দির।শুধু এই নয়, ভারতীয় ছাত্র ছাত্রীদের রবিবার দুপুরে ভোগ গ্রহণ এবং সঙ্গে করে এক বাক্স ভোগ নিয়ে যাবার ব্যবস্থাও আছে।

হার মানা হার

অনিন্দ্য মিত্র, বেলজিয়াম

প্রভাত কুমার ঘোষ - আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ, সাদামাটা অতি সাধারণ চেহারার একটি মানুষ, বয়েস বছর পঁয়ষট্টি। আপাতদৃষ্টিতে বোঝাই যায় না, এই সাধারণ চেহারার আড়ালে কী অসাধারণ এক উত্তোরণের গল্প লুকিয়ে আছে!

ছোটবেলা থেকেই তাঁর চোখ জুড়ে স্বপ্ন ছিল একদিন তিনি অ্যাথলিট হবেন, ভারতকে জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করার পথে এক ধাপ কি দুই ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবেন। কিন্তু সব স্বপ্ন কি সত্যি হয়!

নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে তার জন্ম, তাই অসহনীয় দারিদ্র না থাকলেও অপ্রতুলতা ছোটবেলা থেকেই তাঁর সঙ্গী ছিল। অনেক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সাধ ছিল কিন্তু সাধ্য ছিল না!

ছোটবেলায় খেলাধুলার সঙ্গে তাঁর সখ্যতা শুরু হয়েছিল লংজাম্প দিয়ে, ভেবেছিলেন এই খেলার মাধ্যমে দেশের নাম উজ্জ্বল করার সাথে সাথে নিজের জন্যেও কিছু করবেন। হয়তো সামান্য একটি চাকরি ও জোগাড় করতে পারবেন নিজের জন্য। কিন্তু বিধি বাম! জীবনের সাথে অসম লড়াই করতে করতে বছর তিরিশের যুবক প্রভাত বুঝে গিয়েছিলেন এই জীবনে নিজের জন্য স্বপ্ন গুলো হয়তো আর পূরণ হবে না!তাই তাঁর মত অন্য অনেক ছেলে মেয়ের স্বপ্ন পূরণ করাটাই তাঁর নিজের স্বপ্ন হয়ে দাঁড়ালো। তিনি অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের বিনামূল্যে ভলিবলের প্রশিক্ষণ দেবেন ঠিক করলেন। এদেশে যোগ্য প্রশিক্ষকের খুব অভাব। বহু প্রতিভা দারিদ্র্য আর প্রশিক্ষণের অভাবে চাপা পড়ে যায়! কিন্তু অর্থ তো তার নেই, কি করে তিনি তার স্বপ্নটা পূরণ করবেন ! তিনি তাঁর অপ্রতিরোধ্য মনের জোর সম্বল করে মগরায় একটি ছোট্ট মাঠে কয়েকটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে ভলিবল প্র্যাকটিস করানো শুরু করলেন। নিতান্তই অবৈতনিক একটি উদ্যোগ, প্রথমে অনেকেরই সন্দেহ ছিল তাঁর এই উদ্যোগ নিয়ে কিন্তু আস্তে আস্তে তার হাতে গড়া বহু ছেলেমেয়ে দেশের খেলাধুলোর মাঠে দেশকে গৌরবান্বিত করতে শুরু করলো।

চলার পথে প্রভাত বাবু বুঝলেন আমাদের দেশে ছেলেদের জন্য বহু উদ্যোগ আছে কিন্তু মেয়েদের জন্য ততটা নেই, তাই তিনি ঠিক করলেন তাঁর ভলিবল ক্লাবে মেয়েরা অগ্রাধিকার পাবে এবং তিনি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দিলেন যাতে মেয়েরাও খেলাধুলার মাধ্যমে নিজেদের সমাজে আরো প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

নিজের জীবিকার জন্য প্রভাত বাবুর গ্রিল এর কাজ করেন। কিন্তু নিজের গ্রাসাচ্ছাদন বাবদ খরচের আগে অর্ধেকের বেশি আয় তিনি ভলিবল ক্লাবের পিছনে খরচা করেন।

আজ যে মগরা ভলিবল অ্যাকাডেমি একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে, তার পিছনে রয়েছে প্রভাত ঘোষের মতো মানুষদের নিঃস্বার্থ চেষ্টা এবং আরো বহু অনুগামীর একনিষ্ঠ ভালোবাসা।

আজ দেশের বহু নামি দামি কোচ প্রভাত ঘোষের কাছ থেকে তার শিষ্যাদের জন্য দরবার করতে আসেন, যেমন আন্তর্জাতিক স্তরে খেলা অনুশ্রী ঘোষ প্রমুখ প্রভাত বাবুর আশীর্বাদ ধন্যা।

ক্লাবের মেয়েদের কাছে প্রভাত বাবু হচ্ছেন বহু সম্মানের এবং আদরের "জেঠু" । বহু প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে জেঠুই তাদের পথপ্রদর্শক!

এত কিছুর পরেও প্রভাত ঘোষ নিজের কথা বেশি বলতে চান না, তিনি সব সময় মনে করেন এই প্রতিষ্ঠান সবার গড়া। সর্বোপরি তাঁর মেয়ে দের জন্যই আজ তাঁর প্রতিষ্ঠান এই জায়গাতে এসে পৌঁছেছে।

এমন নিরহঙ্কার, পুরুষ সিংহ আমাদের জাতির গৌরব। আমাদের দেশ এমন আরো বহু প্রভাত ঘোষকে চায়, যে পরশপাথরের ছোঁয়ায় লোহাও সোনা হয়ে যায়!

বং সৃজনী
১৪২৭-১৪২৮

APRIL 2021
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Bong Srijoni

MAY 2021
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
ZIVAR EMPIRE OF JEWELS

JUNE 2021
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
A.K.S. CONSTRUCTION

JULY 2021
SUN MON TUE WED THU FRI SAT

AUGUST 2021
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
12 YEARS
www.radiobanglanet.com
bishwer bangaleer
24 X 7 online bangla radio

SEPTEMBER 2021
SUN MON TUE WED THU FRI SAT

OCTOBER 2021
SUN MON TUE WED THU FRI SAT

NOVEMBER 2021
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
HOICHOI

DECEMBER 2021
SUN MON TUE WED THU FRI SAT

JANUARY 2022
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
IGNITE

FEBRUARY 2022
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
www.parbani.in

MARCH 2022
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
PranGaN@Swiss

APRIL 2022
SUN MON TUE WED THU FRI SAT

বং সৃজনী

Let Bong spread its Aura

১৪২৭-১৪২৮